বৈষম্যহীন ও টেকসই অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ার প্রত্যয়

জাতীয় বাজেট বক্তৃতা ২০২৫-২৬

ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ
উপদেষ্টা
অর্থ এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪৩২
২ জুন ২০২৫

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা ১
দ্বিতীয় অধ্যায়: মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল ২
তৃতীয় অধ্যায়: সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ৮
দুর্নীতি প্রতিরোধ ৮
ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার ৯
নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার ৯
বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার ১০
নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবার উন্নয়ন ১১
আর্থিক খাতের পুনর্গঠন ও সংস্কার ১১
সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সেবার উন্নয়ন ১৩
চতুর্থ অধ্যায়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট ১৬
পঞ্চম অধ্যায়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ১৭
ষষ্ঠ অধ্যায়: খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার ১৯
শিক্ষা ১৯
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ ২২
কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন ২৩
কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা ২৬
সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন ২৯
বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্য ৩১
নারী ও শিশুর কল্যাণ ৩৫
স্থানীয় সরকার ৩৬
বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ৩৮

সড়ক ও রেল পরিবহণ ৩৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান গবেষণা ৪১
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ৪৩
সপ্তম অধ্যায়: রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম ৪৫
প্রত্যক্ষ কর: আয়কর ৪৫
মূল্য সংযোজন কর ৫৪
আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক ৬০
অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার ৬৬

সারণি সমূহের তালিকা

পরিশিষ্ট ক

সারণি ক- ১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ ৬৭
সারণি ক- ২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো ৬৮
সারণি ক- ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন ৬৯
সারণি ক- ৪: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ ৭০

পরিশিষ্ট খ: আয়কর সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি খ- ১: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা ৭৩
সারণি খ- ২: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের জন্য করধাপ ও করহার ৭৩
সারণি খ- ৩: কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট শ্রেণির করদাতার ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের করহার ৭৪

পরিশিষ্ট গ : আমদানি রপ্তানি শুল্ক সংক্রান্ত সারণিসমূহের তালিকা

সারণি গ- ১: LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে ট্যারিফ ও ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ....৭৮
সারণি গ- ২: নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের শুল্ক-কর হ্রাস ৮২
সারণি গ- ৩: শিল্প খাতে সহায়তা এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণার্থে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ ৮৩
সারণি গ- ৪: ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ককর অব্যাহতি সুবিধা সম্প্রসারণ........ ৮৪
সারণি গ- ৫: কৃষি খাত ৮৭
সারণি গ- ৬: পরিবহন খাত ৮৮

প্রথম অধ্যায়: ভূমিকা

প্রিয় দেশবাসী, আসসালামু আলাইকুম।

০১। শুরুতেই বিনম্র শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধের শহিদ এবং সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের—যাদের চূড়ান্ত আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন দেশ। পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করছি গত বছরের জুলাই-আগস্ট মাসের বিপ্লবের অকুতোভয় শহিদগণকে যাঁরা দ্বিধাহীন ত্যাগের মহিমায় মৃত্যুকে ছাড়িয়ে আরোহণ করেছেন অনন্য উচ্চতায়। মহান আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন-এর কাছে আমি তাঁদের সকলের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি।

০২। ২০২৪ এর গণঅভ্যুত্থানের পর দেশের এক ক্রান্তিলগ্নে অন্তর্বর্তী সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। আমাদের উপর বর্তায় বিগত সরকারের রেখে যাওয়া প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অর্থনীতিকে পুনরুদ্ধার এবং নৈরাজ্য দূর করে জনজীবনে স্বস্তি ফিরিয়ে আনার কঠিন কাজটি। আমি স্বস্তি এবং আনন্দের সাথে জানাতে চাই, মাত্র ১০ মাসেরও কম সময়ে অন্তর্বর্তী সরকার ইতোমধ্যে সে লক্ষ্য পূরণে অনেকদূর এগিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। জুলাই অভ্যুত্থান এর পর যে আশায় আমরা বুক বেঁধেছিলাম তা খুব শীঘ্রই আমরা পূরণ করতে সক্ষম হবো ইনশাল্লাহ।

দ্বিতীয় অধ্যায়: মধ্যমেয়াদি নীতি-কৌশল

প্রিয় দেশবাসী

০৩। জুলাই গণঅভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ভেঙে পড়া আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি, শ্রমিক অসন্তোষ প্রশমিত করে শিল্প খাতে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং বিগত সরকারের সময়ে লাগামহীন দুর্নীতি ও অব্যবস্থাপনার ফলে চরম সংকটাপন্ন ব্যাংকিং খাতের শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধারের মত কঠিন চ্যালেঞ্জ আমাদের মোকাবিলা করতে হয়েছে। শুরু থেকেই আমরা সর্বোচ্চ আন্তরিকতা দিয়ে চেষ্টা করেছি এসব সমস্যার সমাধানপূর্বক দেশকে একটি স্থিতিশীল অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে। প্রবাস আয়ের আশাব্যঞ্জক অগ্রগতি, রপ্তানি আয়ের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি, কৃষি ও শিল্প খাতের উৎপাদন অব্যাহত থাকা এবং সঠিক মুদ্রা ও রাজস্বনীতির সমন্বিত প্রয়োগের সুফল হিসেবে আমরা ইতোমধ্যে কাঙ্ক্ষিত স্থিতিশীলতা অর্জনে অনেকদূর এগিয়েছি। তবে, পরিপূর্ণ স্থিতিশীলতা অর্জন করে অর্থনীতিকে স্বাভাবিক গতিতে ফিরিয়ে আনার পথে এখনো বেশ কিছু ঝুঁকি রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

০৪। উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে গত দুই বছরে প্রকৃত আয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অন্যান্য দেশের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছর থেকে মূল্যস্ফীতির হার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ধারাবাহিকতায় ২০২৪ সালের জুলাই মাসে মূল্যস্ফীতি ১১.৬৬ শতাংশে উঠে, যা সাম্প্রতিক সময়ের অন্যতম সর্বোচ্চ। গত বছরের আগস্ট মাসে আমাদের সরকার যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে তখন আমাদের সামনে সবচাইতে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল নিয়ন্ত্রণহীন মূল্যস্ফীতির লাগাম টেনে ধরে মানুষকে স্বস্তি দেয়া।

০৫। মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে বিগত মাসগুলোতে আমরা ধারাবাহিকভাবে সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি অবলম্বন করেছি। এর ফলে নীতি সুদের হার ১৫০ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি পেয়ে এখন ১০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। একইসাথে স্ট্যান্ডিং লেন্ডিং

ফ্যাসিলিটি (এসএলএফ) হার বৃদ্ধি পেয়ে ১১.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফলে সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর সুদের ভারিত গড় হার দাঁড়িয়েছে প্রায় ১২ শতাংশে। মুদ্রানীতির আওতায় গৃহীত কার্যক্রমকে সহায়তা করতে সংকোচনমূলক রাজস্বনীতি অনুসরণ করা হয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ব্যয় কমিয়ে আনায় সার্বিকভাবে সরকারি ব্যয় উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। এর ইতিবাচক প্রভাব ইতোমধ্যে দৃশ্যমান হয়ে উঠতে শুরু করেছে। পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসের ১০.৮৯ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ২০২৫ সালের এপ্রিল মাসে ৯ দশমিক ১৭ শতাংশে নেমে এসেছে। আশার কথা হলো এবারের রমজান মাসে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্মরণকালের মধ্যে সবচাইতে স্থিতিশীল ছিল। এ ধারা অব্যাহত থাকলে এই জুন মাসেই পয়েন্ট টু পয়েন্ট মূল্যস্ফীতি ৮ শতাংশের কোঠায় নেমে আসবে। মূল্যস্ফীতির সাথে এ লড়াইয়ের ফলে আমাদের জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার অন্যান্য বছরের তুলনায় কিছুটা কম হতে পারে। ইতোমধ্যে চলতি অর্থবছরের জিডিপি প্রবৃদ্ধি সাময়িক হিসাবে ৩.৯৭ শতাংশ হয়েছে, যা চূড়ান্ত হিসাবে কিছুটা বাড়তে পারে। তবে আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এটি বৃদ্ধি পাবে এবং মধ্যমেয়াদে ৬.৫ শতাংশে উন্নীত হবে বলে আমরা আশা করছি।

প্রিয় দেশবাসী

০৬। মূল্যস্ফীতির নিম্নমুখী ধারা অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকা জরুরি। তবে এটি নিশ্চিত করতে হলে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ স্থিতিশীল থাকা অত্যাবশ্যক। এ বিবেচনায় আমরা শুরু থেকেই বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বৃদ্ধির দিকে মনোযোগ দিয়েছি। প্রবাস আয়ের প্রবৃদ্ধি আশাব্যঞ্জক হওয়ায় এবং রপ্তানি স্থিতিশীল থাকায় বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এপ্রিল মাসে বৃদ্ধি পেয়ে ২৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়েছে, যা টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে টাকার বিনিময় হার স্থিতিশীল থাকায় এবং যে সকল দেশ থেকে পণ্য আমদানি করা হয় সে সকল দেশে মূল্যস্ফীতি কম থাকায় আমদানিজনিত মূল্যস্ফীতির প্রভাব কিছুটা কম রয়েছে। সে কারণে আমরা বিগত ১৪ মে তারিখে বাজারভিত্তিক মুদ্রাবিনিময় হার চালু করেছি।

প্রিয় দেশবাসী

০৭। মূল্যস্ফীতি কমিয়ে আনার পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও আমাদের অন্যতম প্রধান অগ্রাধিকার। গত বছর আকস্মিক বন্যায় আউশ এবং আমন উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রার চাইতে কম হওয়ায় খাদ্যশস্যের মজুদে কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয়। এ ঘাটতি কাটিয়ে উঠতে আমরা ৯ লক্ষ মেট্রিক টন চাল এবং ৭ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানির সিদ্ধান্ত নেই। যার আওতায় ইতোমধ্যে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার মেট্রিক টন চাল এবং ২ লক্ষ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে। পাশাপাশি মাঠ পর্যায়ে কৃষকের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করে কৃষি উৎপাদনের জন্য সারসহ অন্যান্য উপকরণে প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিচ্ছি। এছাড়া খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব বিবেচনায় সারের মজুদ বা বাফার স্টক বৃদ্ধি করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

০৮। নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের পাশাপাশি অর্থনীতিকে সচল রাখতে জ্বালানির পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং একইসাথে তা যথাসম্ভব সাশ্রয়ী রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতির প্রেক্ষাপটে নীতিগতভাবে আমরা বিদ্যুতের মূল্য আপাতত: না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বর্তমানে বিদ্যুৎ খাতে প্রদত্ত ভর্তুকির পরিমাণ জিডিপির প্রায় ১ শতাংশ, যা অনেক বেশি। এটি ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সার্বিক ব্যয় ১০ শতাংশ কমানোর পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এটি বাস্তবায়ন করতে পারলে ১১ হাজার কোটি টাকারও অধিক বিদ্যুৎ ভর্তুকি বাবদ ব্যয় সাশ্রয় হবে মর্মে অনুমিত হচ্ছে। আমরা বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিগুলোও পর্যালোচনা করছি এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যয় কমাতে এনার্জি অডিট করার উদ্যোগ নিয়েছি। এ বছরের মধ্যেই অভ্যন্তরীণ উৎস থেকে ৬৪৮ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস সরবরাহ করার এবং ২০২৮ সালের মধ্যে স্থানীয় কূপ থেকে অতিরিক্ত ১৫০০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উত্তোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে দেশীয় গ্যাস অনুসন্ধান সংস্থা বাপেক্সের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে জোর দেয়া হয়েছে এবং এজন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

০৯। আমদানির তুলনায় রপ্তানিতে অধিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত থাকায় চলতি হিসাবের ভারসাম্যে ক্রমাগত উন্নতি সাধিত হচ্ছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় রপ্তানি আয় বেড়েছে ৯ দশমিক ৪৫ শতাংশ। অন্যদিকে আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছে ৫ দশমিক ৫৭ শতাংশ। ফলে ২০২৫ সালের মার্চ মাসের শেষে চলতি হিসাবের ঘাটতি হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.৬৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে, যা ২০২৪ সালের একই সময় শেষে ছিল ৪.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। তবে সরকারের কৃচ্ছ্রসাধন নীতি চলমান থাকায় উন্নয়ন প্রকল্পগুলোর গতি কিছুটা শ্লথ হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে প্রকল্পগুলোর জন্য প্রতিশ্রুত বৈদেশিক ঋণ ছাড়ে ধীরগতি দেখা যাচ্ছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই-মার্চ সময়ে বৈদেশিক উৎস থেকে মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি ঋণ ছাড়ের পরিমাণ পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ১৯ শতাংশ হ্রাস পেয়ে ৪.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। মূল্যস্ফীতি কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় নামিয়ে আনা সম্ভব হলে উন্নয়ন প্রকল্পের গতি পুনরায় বৃদ্ধি পাবে। তবে, চলতি অর্থবছরের জুন নাগাদ আমরা বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগীর নিকট হতে আরও প্রায় ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বাজেট সহায়তা পাবো মর্মে প্রত্যাশা করছি।

প্রিয় দেশবাসী

১০। মধ্যমেয়াদে অর্থনীতির গতি পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই। অথচ তুলনীয় অনেক দেশের চাইতে বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে কম। রাজস্ব খাতকে আরও গতিশীল করতে এবং রাজস্ব আহরণে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি করতে ইতোমধ্যে আমরা বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছি। অটোমেটেড ব্যবস্থার মাধ্যমে আয়কর রিটার্ন দাখিল সহজ করা হয়েছে, কর আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন নতুন কর অফিস স্থাপন করা হচ্ছে এবং কর আহরণের মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদি রাজস্ব কৌশল তৈরি করা হয়েছে। আগামী অর্থবছরে করদাতাগণ যাতে আরও সহজে কর প্রদান করতে পারেন সে লক্ষ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমের অটোমেশন বাবদ ১৩৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এছাড়া, কর ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর এবং কর আদায়ের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজস্ব ব্যবস্থাপনাকে রাজস্ব নীতি হতে পৃথক করার লক্ষ্যে অধ্যাদেশ জারি করা হয়েছে।

আশা করছি এর ফলে আগামীতে রাজস্ব আদায়ে গতিশীলতা বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারের আর্থিক সক্ষমতা বাড়বে।

১১। বিগত সরকারের সময়ে আর্থিক খাতে নজিরবিহীন লুটপাট এবং দুর্নীতির ফলে খেলাপি ঋণ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেলেও তা বারবার পুনঃতফশিলিকরণের মাধ্যমে আর্থিক খাতের প্রকৃত অবস্থা গোপন রাখা হয়েছিল। কিন্তু আমরা আন্তর্জাতিক মানদণ্ড (BASEL-III Regulations) অনুযায়ী ঋণ-লিজ শ্রেণিকরণ (Loan Lease Classification) ও প্রভিশনিং ব্যবস্থা অবলম্বন করেছি। ফলে এ খাতে মোট খেলাপি ঋণের পরিমাণ ২০২৩ সালের জুন মাসের ১০.১১ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ২০.২০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। এ খাতের প্রকৃত চিত্র উদ্‌ঘাটনের লক্ষ্যে Asset Quality Review (AQR) এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর প্রকৃত অবস্থা নিরুপণের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১২। অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে এনে একটি উন্নত সমাজ বিনির্মাণের উদ্দেশ্যে আমরা যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করেছি তার মূল লক্ষ্য হচ্ছে শূন্য দারিদ্র্য, শূন্য বেকারত্ব এবং শূন্য কার্বনভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ যার মাধ্যমে আমূল পরিবর্তন হবে এ দেশের মানুষের জীবনমানের এবং মুক্তি মিলবে বৈষম্যের দুষ্টচক্র থেকে। যে স্বপ্নকে ধারণ করে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ভিত রচিত হয়েছিল, সেই স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে আগামী প্রজন্মের জন্য আমরা একটি সুন্দর, বাসযোগ্য আবাসস্থল রেখে যেতে চাই, জনগণের জীবনযাত্রায় নিয়ে আসতে চাই এক সুদূরপ্রসারী পরিবর্তনের ঢেউ। আমরা সে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবারের বাজেট সাজাবার চেষ্টা করেছি।

১৩। আমাদের এবারের বাজেট কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মত আমরা ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটের চেয়ে ছোট আকারের বাজেট আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাব করছি। প্রবৃদ্ধি-কেন্দ্রিক ধারণা থেকে সরে এসে আমরা চেষ্টা করেছি সামগ্রিক উন্নয়নের ধারণায় জোর দিতে। তাই প্রথাগত ভৌত অবকাঠামো তৈরির খতিয়ান তুলে ধরার পরিবর্তে আমরা এবারের বাজেটে প্রাধান্য

দিয়েছি মানুষকে। মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, জীবিকার নিরাপত্তা এবং বৈষম্যহীন পরিবেশ—এ অত্যাবশ্যক উপাদানগুলো ছাড়া যে কোন রাষ্ট্র অকার্যকর হয়ে পড়ে, দুর্বল হয় সমাজের ভিত। এবারের বাজেটে তাই শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সুশাসন, নাগরিক সুবিধা, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ জোর দেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, চতুর্থ শিল্পবিপ্লব, স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ক্রমাগত যে সকল সুযোগ/চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি হচ্ছে তার সুবিধা ভোগ এবং যে সকল চ্যালেঞ্জ তৈরি হচ্ছে তা মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার দিকেও মনোযোগ দেয়া হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১৪। নানাবিধ কারণে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক পর্যায়ে যে সকল অস্থিরতা সৃষ্টি হচ্ছে তা যথাযথভাবে মোকাবিলা করে আগামী দিনের পথ রচনা সহজ নয়। এ জন্য প্রয়োজন ঐক্য, ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতা। জুলাই বিপ্লবে আত্মোৎসর্গকারীরা আমাদের সামনে একটি বিরল সুযোগ তৈরি করে দিয়ে গেছেন দেশকে সঠিক পথে পরিচালিত করে ভবিষ্যতের জন্য শক্ত ভিত গড়ার। আপনাদের সকলের সর্বাত্মক সহযোগিতায় সে লক্ষ্য পূরণের প্রত্যয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের অঙ্গীকার পূরণ করাই হবে আগামী দিনে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

তৃতীয় অধ্যায়: সুশাসন ও প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

১৫। গত দেড় দশকে দুর্নীতি এবং সুশাসনের অভাবে দেশের প্রায় সকল প্রতিষ্ঠান ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছেছিল। তাই দেশকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে আমাদের অন্তর্বর্তী সরকার প্রয়োজনীয় সংস্কারের রূপরেখা তৈরি এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১টি সংস্কার কমিশন গঠন করেছে। এগুলো হচ্ছে ১) নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, ২) পুলিশ সংস্কার কমিশন, ৩) বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন, ৪) দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশন, ৫) জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, ৬) সংবিধান সংস্কার কমিশন, ৭) নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন, ৮) শ্রম সংস্কার কমিশন, ৯) স্থানীয় সরকার সংস্কার কমিশন, ১০) গণমাধ্যম সংস্কার কমিশন এবং ১১) স্বাস্থ্যখাত সংস্কার কমিশন। ইতোমধ্যে সবগুলো কমিশন তাদের প্রতিবেদন জমা দিয়েছে। এই প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো দেশের শাসন ব্যবস্থায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

দুর্নীতি প্রতিরোধ

প্রিয় দেশবাসী

১৬। আমরা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও দুর্নীতি নির্মূলে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর সংশোধন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। জুলাই ২০২৪ হতে জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত দুর্নীতির অভিযোগে মোট ৫১৫টি মামলা রুজু এবং ৮১৪টি মামলার তদন্ত সম্পন্ন করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়েছে। এ সময় মোট ১৪৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, তন্মধ্যে ৫৯টি মামলায় সাজা প্রদান করা হয়েছে। বিদেশে পাচারকৃত অর্থ ফেরত আনার বিষয়ে দুর্নীতি দমন সংক্রান্ত জাতিসংঘ কনভেনশন (UNCAC) অনুসরণে দুর্নীতি দমন কমিশন যথাযথভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কর্তৃক গঠিত ‘দুদক সংস্কার

কমিশন' সম্প্রতি তাদের সুপারিশ প্রদান করেছে যা যাচাইপূর্বক দ্রুত বাস্তবায়ন করা হবে। এছাড়া, বিগত সরকারের লাগামহীন দুর্নীতির স্বরূপ উন্মোচন করে প্রকাশিত শ্বেতপত্রের সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নিয়ে সে আলোকে দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে।

ভূমি আইন ও ভূমি ব্যবস্থাপনার সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

১৭। ভূমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তিতে ধীরগতি হ্রাসের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে ভূমি সংক্রান্ত ফৌজদারি এবং দেওয়ানি মামলা মোকদ্দমাগুলি হ্রাস করা এবং ভূমিসেবাকে সহজীকরণের লক্ষ্যে 'ভূমি অপরাধ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিধিমালা, ২০২৪' প্রণয়ন করা হয়েছে এবং 'ভূমি জোনিং ও সুরক্ষা আইন, ২০২৫' প্রণয়নের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। অটোমেটেড ভূমি ব্যবস্থাপনার আওতায় ভূমিসেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে। ফলে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির পাশাপাশি সেবাগ্রহীতাদের ভোগান্তি হ্রাস পেয়েছে এবং ভূমি ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমি প্রশাসনের সকল সেবা পরিকাঠামোকে জনগণের নিকট পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে নামজারি, জমাভাগ ও জমাএকত্রীকরণ, জমি রেজিস্ট্রেশন, ইত্যাদি স্বয়ংক্রিয় সিস্টেমের আওতায় আনার জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার অটোমেশন প্রকল্প দ্রুতগতিতে এগিয়ে নেয়া হচ্ছে।

নির্বাচন ব্যবস্থার সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

১৮। অন্তর্বর্তী সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করা এবং গণতান্ত্রিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর। গত দেড় দশকে দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাই আমরা নির্বাচনী ব্যবস্থার সংস্কারের উপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছি এবং এ

লক্ষ্যে বিভিন্ন আইন, নীতিমালা, ও আদেশ সংশোধন ও সংস্কারের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে আয়োজনের প্রস্তুতির লক্ষ্যে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন কর্তৃক ইতোমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করা হয়েছে। নির্বাচন ব্যবস্থায় স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা এবং যথাযথ তথ্য বিশ্লেষণ নিশ্চিত করতে Geographic Information System (GIS) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিচার ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

১৯। বিচার ব্যবস্থার উন্নয়নে সারা দেশের অধস্তন আদালতসমূহ তত্ত্বাবধান করার জন্য হাইকোর্ট বিভাগের ১৩ জন মাননীয় বিচারপতির সমন্বয়ে ১৩টি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়েছে। এর ফলে অধস্তন আদালতসমূহের মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টে বিচারক নিয়োগ প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ ও জবাবদিহিমূলক করার উদ্দেশ্যে সুপ্রীম কোর্টের বিচারক নিয়োগ অধ্যাদেশ, ২০২৫ জারি করা হয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক মানের জুডিসিয়াল একাডেমি স্থাপনের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে। এ একাডেমির মাধ্যমে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট ও অধস্তন আদালতের বিচারক, বিচার বিভাগীয় ও বিচার ব্যবস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকে আধুনিক এবং যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ প্রদান করে তাঁদের কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০। গত ০১ জুলাই থেকে ০৫ আগস্ট ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ছাত্র-জনতার বিপ্লব দমনে দায়েরকৃত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ফৌজদারি মামলা ইতোমধ্যে প্রত্যাহার করা হয়েছে। সন্ত্রাস দমন আইন ও সাইবার নিরাপত্তা আইনে দায়েরকৃত মিথ্যা ও হয়রানিমূলক মামলাগুলো চিহ্নিত করে প্রত্যাহার কার্যক্রম চলমান আছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে সংঘটিত অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে অংশীজনসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে আলোচনাক্রমে রোম স্ট্যাটিউটসহ আন্তর্জাতিক প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইনের সাথে সংগতিপূর্ণ করে International Crimes (Tribunals) (Amendment) Ordinance, 2024 জারি করা হয়েছে। উক্ত

অধ্যাদেশের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করে জুলাই-আগস্টে দেশে সংঘটিত মানবতা বিরোধী অপরাধের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

নিরাপত্তা ও সুরক্ষা সেবার উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

২১। সুরক্ষা সেবার মানোন্নয়নে পাসপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে পুলিশ প্রতিবেদন গ্রহণের শর্ত শিথিল করা হয়েছে। বিদেশস্থ ৫৯টি বাংলাদেশ মিশনে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু করা হয়েছে এবং বাংলাদেশের সকল মিশনে ই-পাসপোর্ট, ই-ভিসা এবং ই-ট্রাভেল পারমিট প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। স্বয়ংক্রিয় ইমিগ্রেশন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন চেকপোস্টে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সম্পন্ন ই-গেইট স্থাপন করা হয়েছে। কারাগারকে সংশোধনাগারে রূপান্তরের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কারা ও সংশোধন পরিষেবা আইন, ২০২৫ প্রণয়নের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক সহযোগীদের সাথে সমন্বয়পূর্বক সন্ত্রাসীদের অর্থায়নসহ বিভিন্ন ট্র্যান্সন্যাশনাল সংঘবদ্ধ অপরাধ (Organized Crime) মোকাবিলার অংশ হিসেবে তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আর্থিক খাতের পুনর্গঠন ও সংস্কার

প্রিয় দেশবাসী

২২। বিগত ১৫ বছরে আর্থিক খাতে নজিরবিহীন অপশাসনের মাধ্যমে এ খাতকে ধ্বংসের কিনারায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আমানতকারীদের জমাকৃত লক্ষ কোটি টাকা অসাধু উপায়ে ব্যাংক ব্যবস্থা হতে নামে-বেনামে পাচার করা হয়েছে। ৫ আগস্ট ২০২৪ -এর রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে, ব্যাংকিং খাতের দীর্ঘদিনের কাঠামোগত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা, সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও আমানতকারীদের আস্থা পুনরুদ্ধারে সরকার গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে। ব্যাংকের মূলধন ঘাটতি,

তারল্য সংকট, দেউলিয়াত্ব বা অস্তিত্বের জন্য হুমকি এমন সকল ঝুঁকির সময়োপযোগী সমাধান এবং আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে ব্যাংক রেজল্যুশন অধ্যাদেশ, ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৭২ এর সংশোধন এবং দুর্বল সম্পদ ব্যবস্থাপনা আইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। সংস্কারের অংশ হিসেবে তিনটি টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে, যার প্রধান উদ্দেশ্য হলো: (ক) ব্যাংকিং খাত সংস্কার কর্মসূচির ভিত্তি তৈরি করতে ব্যাংকগুলোর সম্পদের ব্যাপক গুণগত পর্যালোচনা করা, (খ) নীতি ও প্রবিধানসমূহের কার্যকর প্রয়োগ নিশ্চিতকরণে এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সুশাসন বজায় রাখতে বাংলাদেশ ব্যাংকের সক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা এবং (গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চুরি/পাচার হওয়া সম্পদ উদ্ধারে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা। আর্থিক খাতের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন এবং আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা রক্ষায় করণীয় নির্ধারণে বাংলাদেশ ব্যাংকে 'Financial Stability Committee' গঠন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

২৩। পুঁজিবাজারের সার্বিক উন্নয়ন, বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি এবং পুঁজিবাজারে আন্তর্জাতিক মানের সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্স এবং পুঁজিবাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে 'পুঁজিবাজার সংস্কার ফোকাস গ্রুপ' গঠন করা হয়েছে। উক্ত টাস্কফোর্স ইতোমধ্যে সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন (মিউচ্যুয়াল ফান্ড) বিধিমালা, ২০০১ এবং আইপিও সংক্রান্ত বিধির বিষয়ে খসড়া সুপারিশমালা ও মার্জিন রুলস সংক্রান্ত চূড়ান্ত সুপারিশ জমা দিয়েছে। বিগত সরকারের অনিয়ম, কারসাজি ও দুর্নীতির ফলে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত বাংলাদেশের পুঁজিবাজারে পুনরায় গতি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলোতে সরকারের শেয়ার কমিয়ে পুঁজিবাজারে অন্তর্ভুক্তকরণ, বেসরকারি খাতের দেশীয় বড় কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির জন্য উৎসাহ প্রদান, বাজারে কারসাজি রুখতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন, অনিয়মের সাথে জড়িত সকলকে আইনের আওতায় আনা, এবং ব্যাংক ঋণের উপর নির্ভরতা কমাতে পুঁজিবাজার থেকে বন্ড ও ইক্যুইটির মাধ্যমে তহবিল সংগ্রহের সুযোগ বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে কার্যক্রম চলমান

রয়েছে। এছাড়া, কমোডিটি এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠা এবং পুঁজিবাজারের স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও বিনিয়োগকারীদের সুরক্ষায় ব্লকচেইনভিত্তিক ব্যাক অফিস সফটওয়্যার বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। আশা করছি সংস্কার সংক্রান্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন এবং পুঁজিবাজারের অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগের এ গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে পুনরায় গতি ফিরে আসবে।

সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা ও সেবার উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

২৪। সরকারের নীতি ও কর্মকৃতির সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বর্তমানে সকল মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের বাজেট প্রণয়নের কাজ $iBAS^{++}$ এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোতে $iBAS^{++}$ এর ব্যবহার দ্রুত সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। অটোমেটেড চালান (এ-চালান) পদ্ধতি ব্যবহার করে বর্তমানে ৬১টি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সকল শাখায় এবং ইন্টারনেট ব্যাংকিং, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ব্যবহার করে যে কোন স্থান হতে অনলাইনে রাজস্ব/ফি জমা প্রদান করা যাচ্ছে। এ-চালান সিস্টেমের সুবিধা বিস্তৃতির লক্ষ্যে এর সাথে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সিস্টেমের ইন্টিগ্রেশন সম্পন্নের কাজ চলমান রয়েছে। $iBAS^{++}$ সিস্টেম ব্যবহার করে বর্তমানে প্রায় ১৪ লক্ষ সরকারি চাকরিজীবী EFT এর মাধ্যমে সরাসরি তাদের ব্যাংক একাউন্টে বেতন পাচ্ছেন। সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির ভাতা প্রদানের ক্ষেত্রেও EFT ব্যবহার করা হচ্ছে। EFT এর মাধ্যমে অর্থ পরিশোধের ব্যাপ্তি ক্রমান্বয়ে বিস্তৃত করা হচ্ছে। এছাড়া, ডিজিটাল লেনদেনের জন্য একটি নিরাপদ ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে E-Money Regulations এর খসড়া তৈরি করা হয়েছে।

২৫। সরকারি অনুদান ও সাহায্য মঞ্জুরীর সঠিক তথ্য সংরক্ষণ এবং সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ১৭২টি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও এর অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পের বিপরীতে প্রজাতন্ত্রের সরকারি হিসাবে Personal Ledger (PL) অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে এবং ক্রমান্বয়ে এর আওতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও স্বায়ত্তশাসিত

প্রতিষ্ঠানসমূহের সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় গতি আনয়নের লক্ষ্যে একটি Code of Conduct প্রণয়ন করা হয়েছে। সংস্থাসমূহের ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায়ের সঠিক উপাত্ত নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ বছর মোট ১০১টি সংস্থার ঋণ ও প্রচ্ছন্ন দায়ের তথ্যসহ সংস্থাগুলো থেকে সম্ভাব্য আর্থিক ঝুঁকি বিশ্লেষণপূর্বক একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়েছে এবং SABRE+ শীর্ষক একটি সমন্বিত ডাটাবেইজ সম্বলিত সিস্টেম প্রস্তুত করা হয়েছে। এ বছর মোট ৭২টি সংস্থার বাজেট এ সিস্টেমে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এর আওতা পর্যায়ক্রমে বৃদ্ধি করা হবে। এছাড়া, সরকারি ক্রয় কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'Public Procurement Act' সংশোধন করা হয়েছে। ঘরে বসে ঝামেলাবিহীন উপায়ে এক ঠিকানায় সকল সরকারি সেবা অনলাইনে প্রদানের লক্ষ্য নিয়ে অচিরেই 'নাগরিক সেবা' শীর্ষক প্ল্যাটফর্ম চালু করা হবে। পর্যায়ক্রমে প্রতিটি এলাকায় নাগরিক সেবা কেন্দ্র তৈরির মাধ্যমে সেবার আওতা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়া হবে। এ উদ্যোগের মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক তরুণ-তরুণীর উদ্যোক্তা হিসেবে আয়ের সুযোগও তৈরি হবে।

প্রিয় দেশবাসী

২৬। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া সংকটাপন্ন অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ সহনীয় পর্যায়ে রাখা, উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণে সতর্কতা অবলম্বন, সরবরাহ ব্যবস্থায় বিদ্যমান ত্রুটি নিরসন, রপ্তানি পণ্যের বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, পরিবেশ-বান্ধব শিল্পের প্রসার ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে 'Re-strategising the Economy and Mobilizing Resources for Equitable and Sustainable Development' শীর্ষক টাস্কফোর্স এবং দুর্নীতি ও অর্থনৈতিক অব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিষয়ে শ্বেতপত্র কমিটি থেকে ইতোমধ্যে সুপারিশ পাওয়া গেছে। জাতীয় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সকল সুপারিশসমূহ বিবেচনায় নেয়া হয়েছে। এছাড়া, এবারের বাজেট প্রস্তুতির পূর্বে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিসহ দেশের বিভিন্ন স্তরের মানুষের মূল্যবান মতামত নেয়া হয়েছে এবং তা বাজেটে যথাসম্ভব প্রতিফলন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

২৭। আমি এখন ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট এবং আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট আপনাদের কাছে পেশ করছি।

চতুর্থ অধ্যায়: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট

প্রিয় দেশবাসী

২৮। সার্বিক রাজস্ব আহরণ ও ব্যয়ের অগ্রগতি বিবেচনায় নিয়ে চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেট সংশোধন ও সমন্বয় করতে হয়েছে। সংশোধিত বাজেটের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী পরিশিষ্ট 'ক'এর সারণি- ১ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

২৯। **প্রস্তাবিত সংশোধিত রাজস্ব আয়:** চলতি অর্থবছরের মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট রাজস্ব আদায়ে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.৮২ শতাংশ। রাজস্ব আদায়ের এ প্রবৃদ্ধি বিবেচনায় ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেটে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা মূল বাজেট হতে ২৩ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ৫ লক্ষ ১৮ হাজার কোটি টাকা রাখার প্রস্তাব করছি।

৩০। **প্রস্তাবিত সংশোধিত ব্যয়:** চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে সরকারি ব্যয়ের প্রাক্কলন করা হয়েছিল মোট ৭ লক্ষ ৯৭ হাজার কোটি টাকা। মার্চ পর্যন্ত ব্যয়ের অগ্রগতি বিবেচনায় সরকারি ব্যয় ৫৩ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আকার ২ লক্ষ ৬৫ হাজার কোটি টাকা হতে ৪৯ হাজার কোটি টাকা হ্রাস করে ২ লক্ষ ১৬ হাজার কোটি টাকা নির্ধারণের প্রস্তাব করছি।

৩১। **সংশোধিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** চলতি অর্থবছরের বাজেট ঘাটতি প্রাক্কলন করা হয়েছিল ২ লক্ষ ৫৬ হাজার কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে ঘাটতি প্রস্তাব করা হচ্ছে ২ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৪.১ শতাংশ। সংশোধিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ১৭ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ১ লক্ষ ৯ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার প্রস্তাব করছি।

পঞ্চম অধ্যায়: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট

প্রিয় দেশবাসী

৩২। সম্পদের সুষম বণ্টন ও বৈষম্যহীন বাংলাদেশ গড়া এবারের বাজেটের অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি, রাজস্ব আয় ও সরকারি ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করে একটা যৌক্তিক ও বাস্তবায়নযোগ্য বাজেট প্রণয়নও হবে এ বাজেটের একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। সে পরিপ্রেক্ষিতে আমি এখন আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেট কাঠামোর ওপর আলোকপাত করছি। আগামী অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত আয় ও ব্যয়ের একটি চিত্র পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ২ হিসেবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

৩৩। রাজস্ব আহরণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর আদায়ের পদ্ধতিকে আধুনিক, প্রযুক্তিনির্ভর এবং জনবান্ধব করে তোলার জন্য ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এছাড়া কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণসহ মধ্যমেয়াদে রাজস্ব আহরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়ে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে। যেহেতু মোট রাজস্ব আদায়ের ৮৮ শতাংশের বেশি আহরিত হয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের উৎসসমূহ থেকে, তাই জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কার্যক্রমকে আরও শক্তিশালী করতে জনবল বাড়ানো হয়েছে। এছাড়া, কর অব্যাহতি সুবিধা ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনা, কর জাল সম্প্রসারণ, বিভিন্ন পণ্য ও পরিষেবায় যথাসম্ভব একই হারে ভ্যাট নির্ধারণ করার বিষয়টি সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। কর ব্যবস্থায় এসব সংস্কারের উদ্যোগের পাশাপাশি করবহির্ভূত উৎস থেকেও রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন ফি হালনাগাদ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৪। **প্রস্তাবিত রাজস্ব আয়:** রাজস্ব খাতের এ সকল সংস্কার ও কার্যক্রম বিবেচনায় আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ৫ লক্ষ ৬৪ হাজার কোটি টাকা রাজস্ব আয়ের প্রস্তাব করছি, যা জিডিপির ৯.০ শতাংশ। এর মধ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর মাধ্যমে ৪ লক্ষ ৯৯ হাজার কোটি টাকা এবং অন্যান্য উৎস হতে ৬৫ হাজার কোটি টাকা সংগ্রহ করার প্রস্তাব করছি।

৩৫। **প্রস্তাবিত ব্যয়:** আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের জন্য মোট ৭ লক্ষ ৯০ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ের প্রস্তাব করছি, যা জিডিপি'র ১২.৭ শতাংশ এবং বিগত অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় ৭ হাজার কোটি টাকা কম। এর মধ্যে পরিচালনসহ অন্যান্য খাতে মোট ৫ লক্ষ ৬০ হাজার কোটি টাকা এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ২ লক্ষ ৩০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই যে, ২০১৫ সালের পর অদ্যাবধি কোন বেতন কাঠামো প্রণীত না হওয়ার বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে এবারের বাজেটে সরকারি কর্মচারীদের জন্য বিশেষ সুবিধার পরিমাণ বৃদ্ধির প্রস্তাব করছি। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বরাদ্দ পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৩ এ তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়া, সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো এবং সাধারণ সেবা—এ তিনটি অংশে বিভক্ত আমাদের সামগ্রিক ব্যয়ের কাঠামো পরিশিষ্ট 'ক' এর সারণি ৪ হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে।

৩৬। **প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতি ও অর্থায়ন:** বিগত সরকারের সময়ে বৈদেশিক মুদ্রার বিপরীতে টাকার ব্যাপক অবচিতির ফলে বৈদেশিক ঋণের আসল এবং সুদ পরিশোধ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি পেলেও আমাদের সামগ্রিক বাজেট ঘাটতি ও ঋণ সহনীয় পর্যায়ে থাকবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ২ লক্ষ ২৬ হাজার কোটি টাকা, যা জিডিপি'র ৩.৬ শতাংশ। প্রস্তাবিত বাজেটে মোট ঘাটতির মধ্যে ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা অভ্যন্তরীণ উৎস হতে এবং ১ লক্ষ ১ হাজার কোটি টাকা বৈদেশিক উৎস হতে নির্বাহ করার প্রস্তাব করছি। আগামী অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ সুদ পরিশোধ বাবদ ১ লক্ষ কোটি টাকা এবং বৈদেশিক সুদ পরিশোধ বাবদ ২২ হাজার কোটি টাকাসহ সুদ পরিশোধ বাবদ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ১ লক্ষ ২২ হাজার কোটি টাকা।

ষষ্ঠ অধ্যায়: খাতভিত্তিক অগ্রাধিকার

প্রিয় দেশবাসী

৩৭। এখন আমি খাতভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করছি। খাতভিত্তিক বাজেট বরাদ্দের বিস্তারিত পরিশিষ্ট ‘ক’: সারণি ৪ এ সংযোজন করা হয়েছে।

শিক্ষা

৩৮। একটি শক্তিশালী অর্থনৈতিক কাঠামো বিনির্মাণে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষার কোন বিকল্প নেই। তাই, এবারের বাজেটে বিজ্ঞানভিত্তিক, প্রযুক্তিনির্ভর ও কর্মোপযোগী শিক্ষার পরিবেশ তৈরি এবং যুব কর্মসংস্থানকে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা

প্রিয় দেশবাসী

৩৯। একটি শিশুর জ্ঞানের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভিত রচিত হয় প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে। এ বিবেচনায় প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নে গঠিত পরামর্শক কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার কার্যক্রম শুরু হয়েছে, যার মূল লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য পড়াশোনার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি ও মানসম্পন্ন শিক্ষা প্রদান। প্রাথমিক শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে চলতি অর্থবছরে সারাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে ৫ হাজার ৯৪৬টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১৭ হাজার ১৬৪টি ওয়াশব্লক নির্মাণ, ৪ হাজার ৪৫০টি টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে। বর্তমানে ২১ হাজার ২৭৮টি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ, ১৮ হাজার ৪৭৬টি ওয়াশব্লক নির্মাণ এবং ৬ হাজার ৯৮৪টি টিউবওয়েল স্থাপনের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রাক-

প্রাথমিক থেকে ৫ম শ্রেণি পর্যন্ত ৯ কোটি ১৯ লক্ষ ৫০ হাজার ৪৯২টি বই বিতরণ করা হয়েছে।

৪০। প্রাথমিক স্তরে শতভাগ শিক্ষার্থীকে ইএফটি'র মাধ্যমে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। পাশাপাশি, 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিডিং কর্মসূচি'-এর আওতায় ১৫০টি উপজেলায় ৫ হাজার ৪৫২ কোটি টাকা ব্যয়ে স্কুল ফিডিং কার্যক্রম চালু করা হচ্ছে, যা ভর্তির হার বৃদ্ধি, শিশু শিক্ষার্থীর পুষ্টি নিশ্চিতকরণ এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতি বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে। আগামী অর্থবছরে এ বাবদ ২ হাজার ১৬৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৪১। প্রাথমিক ও গণশিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ খাতে ৩৫ হাজার ৪০৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা

প্রিয় দেশবাসী

৪২। মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যমান পাঠ্যপুস্তক ইতোমধ্যে সংশোধন ও পরিমার্জন করে সরবরাহ করা হয়েছে। উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপযোগী, আধুনিক ও বিশ্বমানে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সকল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আন্তর্জাতিক মানের Outcome Based Education (OBE) পদ্ধতিতে কারিকুলাম হালনাগাদ করা হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের আওতায় ৬২টি প্রকল্পের মাধ্যমে ১ হাজার ৯৫৭ কোটি টাকা ব্যয়ে শিক্ষা অবকাঠামো উন্নয়নসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বুয়েট ও যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় ভবনসহ আইসিটি অবকাঠামো নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে, যা আইসিটি শিক্ষার্থীদের জন্য আধুনিক শ্রেণিকক্ষ, গবেষণাগার এবং স্টার্ট-আপ ইনকিউবেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পাশাপাশি, সরকার চলতি

অর্থবছরে মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫১ লক্ষ, উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ৮ লক্ষ এবং স্নাতক পর্যায়ে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার অসচ্ছল মেধাবী শিক্ষার্থীকে উপবৃত্তি প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এছাড়া, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের সংশোধিত পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীদের মাঝে সরবরাহের লক্ষ্যে ১ হাজার ৬২৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৪৩। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায় মোট ৪৭ হাজার ৫৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ৪৪ হাজার ১০৯ কোটি টাকা।

কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা

প্রিয় দেশবাসী

৪৪। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা শুধু দেশেই নয় বিদেশেও কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বর্তমানে কারিগরি শিক্ষায় এনরোলমেন্টের হার ১৯ শতাংশ। আগামীতে এটি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি করতে প্রতিটি বিভাগীয় পর্যায়ে মহিলা পলিটেকনিক ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, জেলা পর্যায়ে পলিটেকনিক এবং উপজেলা পর্যায়ে টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে।

৪৫। পাশাপাশি, সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার উন্নয়নেও ব্যাপক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। ইতোমধ্যে, ১ হাজার ১৩৫টি মাদ্রাসা ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে এবং ৫১৩টি বহুতল ভবনের কাজ চলমান রয়েছে। সারাদেশের ১ হাজার ৫১৯টি মাদ্রাসাকে এমপিওভুক্ত করার কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, ৪৯৩টি মাদ্রাসায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম স্থাপন করা হয়েছে, যা মাদ্রাসা শিক্ষাকে যুগোপযোগী করতে ভূমিকা পালন করছে। এছাড়া, ইবতেদায়ী পর্যায়ে বৃত্তি প্রদান এবং মাদ্রাসাসমূহ এমপিওভুক্তি বাবদ ৭২৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৪৬। কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১২ হাজার ৬৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে এ খাতে বরাদ্দ ছিল ১১ হাজার ৭৮৩ কোটি টাকা।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ

প্রিয় দেশবাসী

৪৭। জনগণকে স্বল্প খরচে মানসম্মত স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার কল্যাণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে একটি সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা জাতীয় উন্নয়নের স্বার্থে অপরিহার্য। ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নাগরিককে সার্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার আওতায় আনতে সেবার পরিধি বৃদ্ধি, অবকাঠামো উন্নয়ন ও দক্ষ জনবল নিয়োগে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের শূন্য পদ পূরণে চিকিৎসক, সেবিকা, টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিস্ট ও স্বাস্থ্য সহকারীদের নিয়োগ ত্বরান্বিত করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় পদ সৃষ্টির সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। বিশেষ বিসিএস-এর মাধ্যমে জরুরিভিত্তিতে ডাক্তার নিয়োগের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সেবা সহজীকরণে ২৩২টি হাসপাতালে টেলিমেডিসিন সেবা চালু এবং 'স্বাস্থ্য বাতায়ন' নামে হেলথ কল সেন্টারের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ পরামর্শসেবা নিশ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া, মাস্টার্স ও এফসিপিএস এর বেসরকারি শিক্ষার্থীদের মাসিক পারিতোষিক ২৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৩৫ হাজার টাকায় উন্নীত করা হয়েছে এবং মেডিকেল শিক্ষার্থীদের কমিউনিটি শিক্ষা ভাতা এবং নার্সিং শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষায় বেসিক সাবজেক্ট এর শিক্ষকদের মাসিক প্রণোদনা ভাতা মূল বেতনের ২০ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি করে ৫০ শতাংশ করা হয়েছে যা আগামী অর্থবছর থেকে কার্যকর হবে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে আগামী অর্থবছরে তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে অতিরিক্ত ৪ হাজার ১৬৬ কোটি টাকা এবং সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির জন্য ১ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

৪৮। উন্নত বিশ্বের অনেক দেশে কেয়ারগিভারের চাহিদা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাদের চাহিদা অনুযায়ী এ খাতে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা সম্ভব হলে একদিকে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রসারিত হবে এবং একইসাথে প্রবাস আয় অর্জনের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে। এ লক্ষ্যে কেয়ারগিভারদের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি নার্সিং শিক্ষায় পিএইচডি কোর্স চালু এবং আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি নার্স শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার বিষয় বিবেচনায় রয়েছে। জনসংখ্যার পরিকল্পিত উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি ও জনমিতিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিদ্যমান নীতি হালনাগাদ করে 'বাংলাদেশ জনসংখ্যা নীতি, ২০২৫' প্রণয়ন করা হচ্ছে। এছাড়াও, ২০৩০ সালের মধ্যে 'শূন্য প্রতিরোধযোগ্য মাতৃমৃত্যু' এবং 'শূন্য লিঙ্গভিত্তিক সহিংসতা' অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ জাতীয় পরিবার পরিকল্পনা কৌশলপত্র ২০২৫ হতে ২০৩০ প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৪৯। জাতীয় উন্নয়নে স্বাস্থ্য খাতের গুরুত্ব বিবেচনায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জন্য ৪১ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বাজেটে এ বাবদ বরাদ্দ ছিল ৪১ হাজার ৪০৭ কোটি টাকা।

কর্মসংস্থান ও দক্ষতা উন্নয়ন

তরুণ উদ্যোক্তা এবং যুবসমাজের জন্য আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি

প্রিয় দেশবাসী

৫০। যুব সমাজের অমিত শক্তি ও সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দক্ষ যুবশক্তি গড়ে তোলা এবং তাদের আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি। 'এসো দেশ বদলাই, পৃথিবী বদলাই' প্রতিপাদ্যকে ঘিরে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে 'তারুণ্যের

উৎসব ২০২৫’ উদ্‌যাপন করা হয়েছে। আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সারাদেশে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকদের মাঝে প্রদত্ত যুব ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে সর্বোচ্চ ২ লক্ষ টাকায় নির্ধারণ করা হয়েছে। সফল যুব উদ্যোক্তাদের জন্য ঋণের সিলিং বৃদ্ধি করে ৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এছাড়া, তরুণ উদ্যোক্তা সৃষ্টির লক্ষ্যে ১০০ কোটি টাকার একটি বিশেষ তহবিল গঠন করার প্রস্তাব করছি। তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য এমন তহবিল এবারই প্রথম। পাশাপাশি ডিসেম্বর ২০২৮ এর মধ্যে ৯ লক্ষ যুবকের জন্য প্রশিক্ষণ ও ঋণ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে আহত ও শহিদ পরিবারের সদস্যদের জন্যও আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টির প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জানুয়ারি ২০২৫ হতে দেশের ৪৮ জেলায় শিক্ষিত ও কর্মপ্রত্যাশী ২৮ হাজার ৮০০ যুবকের জন্য ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। তরুণ-যুবাদের দেশের উন্নয়নে আরও গভীরভাবে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে ‘তারুণ্যের উৎসব’ উদ্‌যাপনের জন্য ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

দক্ষতা উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

৫১। দেশের তরুণ জনগোষ্ঠীকে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরি করে বিশ্বমানের কারিগরি প্রশিক্ষণ সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, চাহিদা নিরূপণ, চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম প্রণয়ন এবং কারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষা/ প্রশিক্ষণ প্রদান করে Job Placement নিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও একাডেমিয়া-এর মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের কার্যক্রম চলমান আছে। দক্ষ মানব সম্পদ গড়ে তোলার চলমান ধারা অব্যাহত রাখার জন্য রপ্তানিমুখী এবং ক্ষুদ্র ও মধ্য পর্যায়ের শিল্পসমূহকে বৈশ্বিক উচ্চ ভ্যালু চেইনের সাথে সংযুক্ত করার এবং প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে যার মাধ্যমে প্রায় ২ লক্ষ ২০ হাজার জনকে বিভিন্ন পেশায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

বৈদেশিক কর্মসংস্থান

প্রিয় দেশবাসী

৫২। বিদেশে কর্মী প্রেরণ বৃদ্ধির জন্য চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ শ্রমিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ে ৭০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি)-এর পাশাপাশি উপজেলা পর্যায়ে ৪০টি টিটিসি'র কার্যক্রম জোরদারকরণসহ আরও ৫০টি উপজেলায় নতুন ৫০টি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে। বিদেশগামী কর্মীদের বহির্গমন প্রক্রিয়াকরণের সকল কাজ ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৬টি জেলায় বহির্গমন ছাড়পত্র প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে সকল জেলা পর্যায়ে এ সুবিধা বিস্তৃত করা হবে। এছাড়া প্রতারিত কর্মীদের অভিযোগ দাখিল ও প্রতিকারের জন্য ডিজিটাল সিস্টেম প্রবর্তন, অভিযোগ তদন্তকারী কর্মকর্তাকে অভিযোগ নিষ্পত্তি (এডিআর) -এর ক্ষমতা অর্পণ করাসহ জেলা পর্যায়ে এডিআর ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ এবং অভিযোগ ব্যবস্থাপনা সেল গঠন করা হবে।

শ্রমিকের কল্যাণ ও নিরাপত্তা বিধান

প্রিয় দেশবাসী

৫৩। নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি বিদ্যমান শ্রমিকের কল্যাণ সাধনে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। শিল্প খাতে অস্থিরতা ও শ্রমিক অসন্তোষ নিরসনের মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে ০৫ আগস্ট ২০২৪ পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানকে প্রায় ৬৫১ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়েছে। বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় ডিসেম্বর ২০২৪ হতে বাৎসরিক মজুরি বৃদ্ধির হার শতকরা ৫ ভাগ থেকে বৃদ্ধি করে শতকরা ৯ ভাগে উন্নীত করা হয়েছে। ট্যানারি, সোপ এন্ড কসমেটিকস, কোল্ড স্টোরেজ ও দর্জি কারখানার নিম্নতম মজুরি ঘোষণা করা হয়েছে। আগামী তিন অর্থবছরে আরো ১৫টি শিল্প সেক্টরের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণ/পুনঃনির্ধারণ করা হবে।

৫৪। এছাড়া, কর্মসংস্থানের সুযোগ সমন্বয় এবং তথ্য প্রচারের (Dissemination) জন্য প্লাটফর্ম তৈরি করা এবং শ্রমমান উন্নয়নে আইএলও -এর সুপারিশের আলোকে Arbitrator Panel নিয়োগ ও তার কার্যক্রম বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। শ্রমঘন এলাকায় কারখানা, প্রতিষ্ঠান ও দোকানসমূহের ম্যাপিং করে কৌশলগত ও নিবিড় প্রতিপালন (Compliance) নিশ্চিত করা হবে এবং তৈরি পোশাক খাতকে চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

প্রিয় দেশবাসী

৫৫। জনঅধ্যুষিত এ দেশের জন্য খাদ্য নিরাপত্তার গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিবেচনায় কৃষি ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিকূল পরিবেশসহিষ্ণু জাত ও উন্নততর চাষাবাদ প্রযুক্তি উদ্ভাবন, সুলভ মূল্যে কৃষি উপকরণ সরবরাহ, সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কার্যক্রম চলমান রয়েছে ও প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। দেশের চাহিদা মিটিয়ে কৃষি পণ্য বিদেশে রপ্তানির ক্ষেত্রেও উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে।

৫৬। চলতি অর্থবছরে ‘কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা’ খাত হতে কৃষি উপকরণ ও নগদ সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকদেরকেও এ খাত হতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। সারের মত জরুরি কৃষি উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করতে আমদানিকৃত সারের বকেয়া পরিশোধসহ বিভিন্ন দেশ হতে সার আমদানি এবং দেশে ইউরিয়া সার উৎপাদন বাবদ প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান করা হচ্ছে। আগামী বাজেটেও সার ও কৃষি উপকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকি প্রদান অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৫৭। জীববৈচিত্র্য রক্ষা, মাটির গুণাগুণ অক্ষুণ্ন রাখা ও পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের ব্যবহার যৌক্তিকীকরণের পাশাপাশি জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে এর উৎপাদন, বিপণন ও সম্প্রসারণে কৃষক গ্রুপ এবং এনজিওদের সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। সেচে পানির অপচয় রোধ করাসহ ভূ-উপরিস্থ পানির অধিকতর ব্যবহার এবং ভূ-গর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। উৎপাদিত কৃষি পণ্যের অপচয় রোধ করার পাশাপাশি সার্বিক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা শক্তিশালী করার লক্ষ্যে প্যাকেজিংসহ হিমাগার ও কোল্ড চেইন কাঠামো শক্তিশালীকরণ, কৃষি পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, কৃষি পণ্যের সাপ্লাই চেইনের সকল অংশীজনের একটি পূর্ণাঙ্গ ডাটাবেইজ তৈরি, বিশেষায়িত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ অঞ্চল প্রতিষ্ঠা, কৃষি পণ্য রপ্তানির জন্য বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও, কৃষিপণ্য রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য ৫৯টি সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

খাদ্য নিরাপত্তা

৫৮। দারিদ্র্য বিমোচন এবং নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ওএমএস এবং খাদ্যবান্ধব কর্মসূচি চলমান রয়েছে। বর্তমানে ১ হাজার ৯০১টি কেন্দ্রের মাধ্যমে সারাদেশে ওএমএস কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ১ কোটি ২২ লক্ষ পরিবারকে ৩০ টাকা কেজি দরে মাসে পরিবারপ্রতি ৫ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। তালিকাভুক্ত চা বাগানের শ্রমিকদের মাঝে প্রতিকেজি ১৯ টাকা দরে গম বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ‘ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট’ কর্মসূচির আওতায় ১০ লক্ষ ৪০ হাজার দুস্থ মহিলাকে মাসে ৩০ কেজি হারে চাল প্রদান করা হচ্ছে। নিম্ন আয়ের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আগামী অর্থবছরেও খাদ্য ভর্তুকি অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৫৯। খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ডিজিটাল খাদ্য ব্যবস্থাপনায় 'কৃষকের অ্যাপ' এর মাধ্যমে সকল উপজেলায় কৃষকদের নিকট হতে সরাসরি ধান ক্রয়, নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং মোবাইল ল্যাবরেটরির মাধ্যমে তাৎক্ষণিক নমুনা পরীক্ষা ইত্যাদি কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া, আগামী অর্থবছরে খাদ্য গুদামের ধারণ ক্ষমতা ৩৭ লক্ষ মে. টনে উন্নীতকরণ এবং খাদ্যশস্য ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ

প্রিয় দেশবাসী

৬০। প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ এবং খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অন্তর্বর্তী সরকার মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের ক্রমবর্ধমান নিরাপদ প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে মৎস্য এবং গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির টেকসই জাত উন্নয়ন এবং রোগ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদনের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার The State of World Fisheries and Aquaculture 2024 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ ২য় এবং বদ্ধ জলাশয়ে চাষকৃত মাছ উৎপাদনে ৫ম স্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বে ইলিশ উৎপাদনকারী ১১টি দেশের মধ্যে ১ম, তেলাপিয়া উৎপাদনে ৪র্থ স্থান অধিকার করেছে।

৬১। মিঠা পানির মাছ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতিবছর ২৯ মে হতে ২৮ জুন পর্যন্ত হাওড় এলাকায় সকল ধরনের মাছ ধরা বন্ধ রাখার জন্য সরকারি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। বিশেষ কম্বিং অপারেশনের মাধ্যমে নিষিদ্ধ/অবৈধ জাল অপসারণে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। সামুদ্রিক জলসীমায় প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল হতে ১১

জুন পর্যন্ত সকল প্রকার মৎস্য আহরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এ বছর পবিত্র রমজান মাসে ভ্রাম্যমাণ বিক্রয় কেন্দ্রের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে দুধ, গরুর মাংস, মুরগির মাংস এবং ডিম বিক্রয় করা হয়েছে। এছাড়া, প্রাণিসম্পদের সুরক্ষায় লাম্পি স্কিন ডিজিজ ভ্যাক্সিন, এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ভ্যাক্সিন এবং গোটপক্স ভ্যাক্সিন উদ্ভাবন করা হয়েছে। মধ্যমেয়াদে বাণিজ্যিক মৎস্য খামার যান্ত্রিকীকরণ ও স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন ব্যবস্থা সম্প্রসারণের মাধ্যমে মাছচাষ আধুনিকীকরণ, সুনীল অর্থনীতির বিকাশ সাধনে সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ এবং বৈচিত্র্যময় মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দেশের মানুষের আমিষের চাহিদা বিবেচনায় রেখে আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার মে. টন মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৬২। কৃষি খাতের পাশাপাশি খাদ্য নিরাপত্তা এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদের উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের জন্য মোট ৩৯ হাজার ৬২০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি, যা ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ছিল ৩৮ হাজার ২৫৯ কোটি টাকা।

সামাজিক নিরাপত্তা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

৬৩। দরিদ্র, প্রান্তিক ও ঝুঁকিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য হ্রাস, সামাজিক বৈষম্য হ্রাস, এবং জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন নিশ্চিত করতে এবারের বাজেটে সুবিধাভোগীর সংখ্যা এবং মাথাপিছু বরাদ্দ উভয়ই বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিয়েছি। এ প্রেক্ষাপটে আগামী অর্থবছর থেকে বেশ কিছু ভাতার হার বৃদ্ধি করার প্রস্তাব করছি। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য হলো- বয়স্ক ভাতার মাসিক হার ৬০০ টাকা হতে ৬৫০ টাকায়, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা মহিলাদের মাসিক ভাতা ৫৫০ টাকা হতে ৬৫০ টাকায়, প্রতিবন্ধীদের মাসিক ভাতা ৮৫০ টাকা হতে ৯০০ টাকায়, এবং মা ও শিশু সহায়তা

কর্মসূচির আওতায় প্রদত্ত মাসিক ভাতার হার ৮০০ হতে ৮৫০ টাকায় বৃদ্ধি। এছাড়া, অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর জন্য মাসিক ভাতার হার ৬৫০ টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। সামাজিক নিরাপত্তার বিভিন্ন কর্মসূচির ভাতার হার বৃদ্ধির পাশাপাশি যৌক্তিক পরিমাণে উপকারভোগীর সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হবে।

প্রিয় দেশবাসী

৬৪। সম্প্রতি মূল্যস্ফীতির হার কিছুটা হ্রাসের প্রবণতা পরিলক্ষিত হলেও এখনও তা ৯ শতাংশের উপরে রয়েছে। মূল্যস্ফীতির কশাঘাত থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে জানুয়ারি ২০২৫ হতে ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশ এর মাধ্যমে স্মার্ট ফ্যামিলি কার্ডের ভিত্তিতে ৫৭ লক্ষ পরিবারকে মসুর ডাল, সয়াবিন তেল ইত্যাদি নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ করা হচ্ছে। এছাড়া, খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় বর্তমানে স্বল্প আয়ের ৫০ লক্ষ পরিবারকে বছরে কর্মাভাবকালীন ৫ মাস ১৫ টাকা কেজি দরে মাসে ৩০ কেজি চাল বিতরণ করা হচ্ছে। আগামী অর্থবছরে আমি এটি ৬ মাসে উন্নীত করার প্রস্তাব করছি। একই সাথে খাদ্যবান্ধব কর্মসূচিতে বর্তমানে সহায়তাপ্রাপ্ত ৫০ লক্ষ পরিবারের অতিরিক্ত আরও ৫ লক্ষ পরিবারকে আগামী অর্থবছরে আওতাভুক্ত করে মোট ৫৫ লক্ষ পরিবারকে সহায়তা প্রদানের প্রস্তাব করছি। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সঠিক ব্যক্তি যাতে উপকারভোগী হিসেবে নির্বাচিত হন সে লক্ষ্যে Dynamic Social Registry (DSR) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৬৫। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের ইতিহাস ও স্মৃতি সংরক্ষণ, গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার এবং আহত ছাত্র-জনতার পুনর্বাসনসহ গণঅভ্যুত্থানের আদর্শ ও চেতনাকে রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং গণভবনকে 'জুলাই গণঅভ্যুত্থান স্মৃতি জাদুঘর' হিসেবে প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম চলমান রয়েছে। শীঘ্রই জুলাই গণঅভ্যুত্থানের শহিদদের পরিবার এবং আহতদের জন্য ভাতা প্রদানের লক্ষ্যে নীতিমালা প্রণয়ন করা হবে।

এছাড়া, আহতদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার এবং আহত ব্যক্তিদের জন্য ভাতা, চিকিৎসা, অনুদান ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ২৩২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহিদদের পরিবার এবং আহতদের জন্য ৪০৫ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

৬৬। সামাজিক নিরাপত্তা খাতের ব্যাপ্তি এবং গুরুত্ব বিবেচনায় আগামী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৭৩১ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি। এক্ষেত্রে পেনশন ব্যতীত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বরাদ্দের পরিমাণ দাঁড়াবে ৮১ হাজার ২৯৭ কোটি টাকা।

বিনিয়োগ, শিল্প ও বাণিজ্য

প্রিয় দেশবাসী

৬৭। দেশে বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা জরুরি। তাই বিনিয়োগের পথে বিদ্যমান অন্তরায়গুলো চিহ্নিত করে তা দ্রুততম সময়ে দূর করার বিষয়ে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। বাংলাদেশে বিনিয়োগের উপযোগিতা তুলে ধরার জন্য এ বছরের এপ্রিল মাসে Bangladesh Investment Summit 2025 আয়োজন করা হয়, যেখানে প্রায় সাড়ে চার শত বিদেশি বিনিয়োগকারী অংশ নেন। এ সম্মেলনে চীনা একটি প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ কোটি ডলার বিনিয়োগের সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং স্টার্ট-আপ কোম্পানি ‘শপআপ’-এ ১১ কোটি ডলারের বিদেশি বিনিয়োগ পাওয়া গেছে। এছাড়া, এই সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার আর্টেমিস কর্মসূচির সাথে একটি চুক্তি করা হয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশি তরুণেরা যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ৫৩টি দেশের সাথে মহাকাশ অনুসন্ধানে অংশ নিতে পারবে।

৬৮। বিনিয়োগকারীদের দ্রুত ও সহজে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বিডা হতে গুরুত্বপূর্ণ সেবা অনলাইনে বা টেলিফোনের মাধ্যমে প্রদান করা হচ্ছে। One Stop Service (OSS) পোর্টাল হতে বর্তমানে ৪৩টি সংস্থার ১৩৪টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিনিয়োগ সেবা খাতভিত্তিক ম্যাপিং করে সেগুলো ওএসএস-এর সাথে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নে একটি সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্মে আবেদন, প্রক্রিয়াকরণ ও সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর আওতায় Bangladesh Single Window (BSW) খোলা হয়েছে, যা বেপজাসহ বিভিন্ন সার্টিফিকেট, লাইসেন্স ও পারমিট ইস্যুকারী সংস্থার সাথে Integration এর মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করেছে।

প্রিয় দেশবাসী

৬৯। বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (EPZ) এর ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা কার্যক্রম বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)-এর নিকট ন্যস্ত করা হয়েছে এবং Korean EPZ-এ দীর্ঘদিনের চলমান ভূমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন করা হয়েছে। আগামী ৫ বছরে ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (জাতীয় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চল, জামালপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল, মহেশখালী অর্থনৈতিক অঞ্চল-৩ (ধলঘাটা) ও বাংলাদেশ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল) এবং পরবর্তী ৫ বছরে আরো ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চল (চায়নিজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল অর্থনৈতিক অঞ্চল, সাবরাং ট্যুরিজম পার্ক, চাঁদপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল-১, কুষ্টিয়া অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং কুড়িগ্রাম অর্থনৈতিক অঞ্চল) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করা হয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য বিনিয়োগকারীদের একটি পাইপলাইন তৈরি করা হচ্ছে। এর মাধ্যমে বিনিয়োগের প্রতিশ্রুতিকে ট্র্যাকিং-এর মাধ্যমে প্রকৃত বিনিয়োগে রূপান্তর করা হবে। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) ইতোমধ্যে বিনিয়োগ হিটম্যাপ প্রকাশ করেছে। এছাড়া, দেশের সম্ভাবনাময় ক্ষেত্রসমূহে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়ন উৎসাহিত করার দিকেও আমরা বিশেষ নজর দিচ্ছি। এ লক্ষ্যে Public-Private Partnership তহবিল হিসেবে আগামী অর্থবছরে ৫ হাজার ৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

৭০। সরকারি বিনিয়োগকে অধিকতর কার্যকর, টেকসই ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে যথাযথ উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে কম গুরুত্বপূর্ণ ও রাজনৈতিক বিবেচনায় গৃহীত বেশকিছু প্রকল্প বাদ দেয়া হয়েছে। 'পরিবহণ ও যোগাযোগ' এবং 'পরিবেশ, জলবায়ু ও পানি সম্পদ' সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোগত বিনিয়োগ প্রকল্পের যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য আর্থিক ও অর্থনৈতিক বিশ্লেষণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব বিবেচনাপূর্বক প্রকল্পের ব্যয় নির্ধারণ এবং সম্ভাব্য সুফল নিরূপণ করা হচ্ছে। এছাড়া, বিনিয়োগ প্রকল্প গ্রহণের ফলে গ্রিন হাউজ গ্যাস নিঃসরণ হ্রাস/বৃদ্ধি অর্থাৎ পরিবেশ ও প্রতিবেশের ওপর প্রভাব নিরূপণে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সৃষ্ট দুর্যোগের প্রভাব মোকাবিলায় বিবেচ্য প্রকল্প কতটুকু সহনশীল তা প্রকল্প প্রক্রিয়াকরণের সময় যাচাই ও মূল্যায়ন করা হচ্ছে। এছাড়া, সরকারি বিনিয়োগ দক্ষতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি এবং গৃহীত জাতীয় পরিকল্পনা ও এসডিজির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো (Medium-Term Budget Framework-MTBF) এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে বহুবার্ষিক সরকারি বিনিয়োগ কর্মসূচি (MYPIP) প্রণয়ন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৭১। আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি ২০২৬ সালের নভেম্বর মাসে স্বাভাবিক নিয়মে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা হতে আনুষ্ঠানিক উত্তরণের। উত্তরণ-পরবর্তী সময়ে যেমন নতুন নতুন সম্ভাবনা তৈরি হবে তেমনি ভর্তুকি, প্রণোদনা ইত্যাদি ক্রমান্বয়ে হ্রাস বা বিলোপ এবং বিদেশের বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত সুবিধাসমূহ বাতিল হওয়ার মত চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। সে লক্ষ্যে ভবিষ্যতের কর্মপরিকল্পনাসমূহ চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে Smooth Transition Strategy (STS) প্রণয়ন করা হয়েছে। বাণিজ্যিক খাতের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে লজিস্টিকস্ খাতের উন্নয়নসহ স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে এবং বাণিজ্য সম্ভাবনাময় বিভিন্ন দেশ ও আঞ্চলিক অর্থনৈতিক জোটের সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে চীন, জাপান, শ্রীলঙ্কা, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, ও কোরিয়াসহ বেশ কয়েকটি দেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরের লক্ষ্যে নেগোসিয়েশন চলমান রয়েছে। এছাড়া, চামড়া

ও ঔষধের মত সম্ভাবনাময় শিল্পের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাভারে অবস্থিত ট্যানারিতে বিদ্যমান ETP-এর পাশাপাশি সলিড ওয়েস্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট স্থাপন এবং মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় Active Pharmaceutical Ingredient (API) পার্ক চালুকরণের উপর বিশেষ জোর দেয়া হচ্ছে। ঔষধ শিল্পের বিকাশে সরকারি নীতি সহায়তার সুফল হিসেবে দেশে উৎপাদিত ঔষধে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে বর্তমানে বিশ্বের ১৫০টিরও বেশি দেশে ঔষধ রপ্তানি করা হচ্ছে।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উন্নয়ন

প্রিয় দেশবাসী

৭২। ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রাক্কলন অনুযায়ী বাংলাদেশের জিডিপি'তে কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের অবদান প্রায় ১১.৮৯ শতাংশ। সম্ভাবনাময় এ খাতের বিকাশে সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রান্তিক উদ্যোক্তাদের অর্থায়ন সুবিধা বৃদ্ধিতে ক্রেডিট হোলসেলিং কর্মসূচির আওতায় স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করা হচ্ছে, যার অন্তত ২৩% নারী উদ্যোক্তা। এছাড়া, দেশব্যাপি এসএমই ক্লাস্টার ম্যাপিং হালনাগাদকরণ ও চাহিদা নিরূপণ, ইনকিউবেশন সেন্টারে সেবা প্রদানের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন, এসএমই পণ্যমেলা আয়োজন ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে এ খাতের বিকাশে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেয়া হচ্ছে। ক্ষুদ্র, মাঝারি ও কুটির শিল্প খাতে নারী উদ্যোক্তাগণ যাতে সহজে ঋণ পেতে পারেন সেজন্য ঋণ দানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের ঋণ পোর্টফোলিওতে নারী উদ্যোক্তাদের ঋণ অন্তত ১৫% এ উন্নীত করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া সময়মত ঋণ পরিশোধকারী নারী উদ্যোক্তা ও ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে ১ শতাংশ করে প্রণোদনা দেয়া হচ্ছে।

৭৩। আগামী তিন বছরের মধ্যে এ খাতের বিকাশে ১৫ হাজার নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, ২৫ হাজার উদ্যোক্তাকে দক্ষতামূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভাগীয় শহরে এসএমই প্রোডাক্ট ডিসপ্লে ও সেলস সেন্টার স্থাপন, জেলা শহরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজন, সিএমএসএমই উদ্যোক্তাদের কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ

প্রতিষ্ঠা, নারী উদ্যোক্তাসহ প্রান্তিক পর্যায়ের সিএমএসএমই খাতের ১০ হাজার উদ্যোক্তাকে ১ হাজার কোটি টাকা ঋণ বিতরণ, ডিজিটাল প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে ৩ হাজার নারী উদ্যোক্তার সাথে কর্পোরেট ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ স্থাপন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

নারী ও শিশুর কল্যাণ

প্রিয় দেশবাসী

৭৪। নারীর অধিকার, সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করা আমাদের সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। তাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে কর্মজীবী মহিলা হোস্টেলের মাধ্যমে ১ হাজার ৩৯৯ জনকে আবাসন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। জাতীয় মহিলা প্রশিক্ষণ ও উন্নয়ন একাডেমির মাধ্যমে মহিলাদের জন্য দক্ষতাভিত্তিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং উপজেলা পর্যায়ে মহিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। জয়িতা ফাউন্ডেশনের সক্ষমতা বিনির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে ১০ হাজার ৪৫৫ জন নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভিডব্লিউডি কর্মসূচির আওতায় নির্বাচিত ২০ হাজার নারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। কিশোর-কিশোরী ক্লাব স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৭ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৫০ জন কিশোর-কিশোরীদের বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ ও লিংগভিত্তিক সহিংসতা প্রতিরোধ এবং Sexual and Reproductive Health and Right (SRHR) বিষয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। নারীদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির পরিসর বৃদ্ধি ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি শাখায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ডেডিকেটেড ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া, নারীদের ঋণ প্রাপ্তি সহজ করতে ৩০ হাজার কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে এবং কোন প্রকার জামানত ছাড়া তারা এ স্কিম থেকে ২৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণ পাচ্ছেন। নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসার পরিবেশ অধিকতর উন্নত করে তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে ১২৫ কোটি টাকার তহবিল বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৭৫। কর্মজীবী নারীর পাশাপাশি অনেক নারী রয়েছেন যারা Homemaker হিসেবে তাদের শ্রম এবং সময় উৎসর্গ করছেন। পদ্ধতিগত কারণে এই মুহূর্তে যদিও তাদের সেবা জিডিপি'তে অন্তর্ভুক্তির সুযোগ নেই, তবুও এটা অনস্বীকার্য যে তাদের নীরব নিরলস প্রচেষ্টায় দিনশেষে কর্মজীবীগণ যে ঘরে ফেরেন সেই ঘর হয়ে উঠছে শান্তির নীড় যেখানে নিরাপদে বেড়ে উঠছে আমাদের শিশুরা। কিন্তু তাদের এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে প্রায়শই যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা হয় না। আমি সরকার এবং আপামর জনসাধারণের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ভবিষ্যতে তাদের অবদান আর্থিক মানদণ্ডের ভিত্তিতে জিডিপি'তে যোগ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদ্ধতিগত পদক্ষেপ নেয়া হবে।

৭৬। নারীর পাশাপাশি শিশুদের শারীরিক, মানসিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে চলতি অর্থবছরে দেশব্যাপী প্রায় ৪০ হাজার শিশু বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা, দেশপ্রেম ও মানবিক মূল্যবোধ জাগ্রত হচ্ছে। এছাড়া, জুলাই বিপ্লবে শিশু-শহিদদের ৮৪টি পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এ বিপ্লবে আহত শিশুদের মূল ধারায় ফিরিয়ে আনতে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে ১ হাজার ৭০০ শিশুকে এবং ২০ টি দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন প্রকল্পের আওতায় ৬ মাস হতে ৬ বছর বয়সী ১ হাজার ২০০ শিশুকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

স্থানীয় সরকার

প্রিয় দেশবাসী

৭৭। কল্যাণমুখী সকল কার্যক্রমের সুবিধা দেশের সকল অঞ্চলে ছড়িয়ে দেবার জন্য শক্তিশালী, কার্যকর ও দুর্নীতিমুক্ত স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা অত্যাবশ্যক। যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবা প্রদান, পরিবেশ উন্নয়ন, সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার

ব্যবস্থার আওতায় জনগণকে সেবা প্রদান করা হচ্ছে। আধুনিক নগর ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য বিভিন্ন শহরে সড়ক অবকাঠামো উন্নয়ন, নিরাপদ পানি সরবরাহ, ড্রেনেজ ব্যবস্থা উন্নয়ন, আধুনিক পয়ঃনিষ্কাশন ও প্রাথমিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাসমূহের প্রদত্ত সেবাসমূহ পর্যায়ক্রমে অনলাইনভিত্তিক অটোমেশনের আওতায় আনা হচ্ছে। এছাড়া, স্থানীয় সরকারের কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ছাত্র-জনতাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি জেলায় ত্রৈমাসিক Stakeholder Consultation আয়োজনের মাধ্যমে এলজিইডি'র সার্বিক কর্মপরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁদের মতামত নেওয়া শুরু হয়েছে। এতে স্থানীয় জনগণের চাহিদার ভিত্তিতে scheme শনাক্ত হওয়ায় এবং জনবান্ধব উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৭৮। গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো শক্তিশালী করতে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৫ হাজার ৪০০ কিলোমিটার নতুন সড়ক নির্মাণ, ২১ হাজার ৫০০ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ, ১০৪টি হাট/বাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন, ৮ হাজার ৭৫০ কিলোমিটার পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ এবং ২০ হাজার মিটার ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ, ৩৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/সম্প্রসারণ, এবং ৫৫টি সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, সকল প্রকল্পে 'Social & Environmental Safeguard Issues' অন্তর্ভুক্তির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৭৯। দেশের ১২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ৩২৯টি পৌরসভায় উৎপাদিত বর্জ্যের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে আধুনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি অনুসরণে পরিবেশসম্মতভাবে বর্জ্য পুড়িয়ে বিদ্যুৎ/জ্বালানি ও ক্ষেত্রভেদে জৈব সার উৎপাদনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশের গ্রামাঞ্চলে নিরাপদ পানির উৎস নির্মাণ, পাইপলাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, পানি শোধনাগার স্থাপন, সমগ্র দেশে কমিউনিটি/স্যানিটারি ল্যাট্রিন নির্মাণ/রক্ষণাবেক্ষণ, ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার কমিয়ে

আনা এবং ভূপৃষ্ঠস্থ পানির ব্যবহার বৃদ্ধি এবং প্রতিটি বাড়িকে স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার আওতায় আনার কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

প্রিয় দেশবাসী

৮০। বিদ্যুৎ খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানীর দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০' বাতিল করা হয়েছে। এ আইনের আওতায় ইতিপূর্বে সম্পাদিত চুক্তিসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রণয়নের নিমিত্ত একটি জাতীয় কমিটি গঠন করা হয়েছে। একই সঙ্গে, চুক্তিগুলোর ট্যারিফ কাঠামো পর্যালোচনা এবং পুনরায় নেগোসিয়েশন ও সুপারিশ প্রদানের লক্ষ্যে পৃথক একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকায়নের অংশ হিসেবে মেট্রোপলিটন এলাকায় বিতরণ লাইন এবং সাবস্টেশনসমূহ ভূ-গর্ভস্থ করার লক্ষ্যে কাজ চলছে। এই পদক্ষেপ বিদ্যুৎ বিতরণ ব্যবস্থাকে আরও স্থিতিশীল এবং কার্যকরী করবে। এছাড়া, উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতার আওতায় নেপালের সাথে ৩ অক্টোবর ২০২৪ তারিখে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। এ চুক্তির আওতায় গ্রীষ্মকালীন বিদ্যুৎ চাহিদা পূরণে সাশ্রয়ী মূল্যে ৪০ মেগাওয়াট জলবিদ্যুৎ আমদানি করা হবে। রূপপুরে ২ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের কাজ দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আশা করছি এ বছরের ডিসেম্বর মাসে এ বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

৮১। নবায়নযোগ্য জ্বালানি নীতিমালা, ২০০৮ যুগোপযোগী করে নতুন একটি নীতিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ নবায়নযোগ্য উৎস থেকে উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এছাড়া, Integrated Power Sector Master Plan তৈরি করা হয়েছে এবং এর আওতায় আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে ৩ হাজার ৪০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পরিচ্ছন্ন উৎস থেকে উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৮২। জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকার নিজস্ব উদ্যোগে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ২০২৫-২৬ হতে ২০২৭-২৮ পর্যন্ত সময়ে বাপেক্স কর্তৃক ২৭০ কি.মি. ভূতাত্ত্বিক জরিপ, ৭০০ কি.মি. টু-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ৭০০ বর্গ কি.মি. থ্রি-ডি সাইসমিক জরিপ কাজ সম্পন্ন করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া, মধ্যমেয়াদে বাপেক্স এর নিজস্ব রিগ দ্বারা ৬৯টি কূপ খনন এবং ৩১টি কূপের ওয়ার্কওভার সম্পন্নের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, জ্বালানির মূল্য নিয়ন্ত্রণে ব্যয় সাশ্রয়ী ও টেকসই অবকাঠামো গড়ে তোলার পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

৮৩। পরিশোধিত তেলের চাহিদা মেটাতে প্রতি বছর ৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন অপরিশোধিত তেল শোধন ক্ষমতাসম্পন্ন ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড, ইউনিট-২ স্থাপনের প্রকল্প গ্রহণের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। পাশাপাশি, জ্বালানি তেলের সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে আমদানিতে পুঞ্জীভূত বকেয়া প্রায় ৫৭০ মিলিয়ন ডলার পরিশোধ করা হয়েছে। জ্বালানি পরিবহণ ব্যবস্থার স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সারাদেশে জ্বালানি তেল পরিবাহী ২ হাজার ৪৬৫টি ট্যাংকলরিতে SFDMS প্রযুক্তির Vehicle Tracking System ডিভাইস স্থাপন করা হয়েছে। এতে জ্বালানি পরিবহণকালীন চুরি বা ভেজাল মিশ্রণের প্রবণতা হ্রাস পাবে। একইসাথে এই সব যানবাহনের গতিবিধি বা কার্যক্রম Real Time মনিটরিং এর মাধ্যমে জ্বালানি পরিবহণ কার্যকরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

সড়ক ও রেল পরিবহণ

প্রিয় দেশবাসী

৮৪। আমাদের সরকার টেকসই, নিরাপদ, ব্যয় সাশ্রয়ী ও পরিবেশবান্ধব সড়ক নেটওয়ার্ক নির্মাণের প্রতিশ্রুতি হিসেবে বিদ্যমান 'রোড মাস্টার প্ল্যান ২০০৯' হালনাগাদকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। পাশাপাশি, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের

সহায়তায় খসড়া ‘Highway Master Plan 2040’ প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সরকার সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থাকে আরও টেকসই, নিরাপদ ও পরিবেশবান্ধব করে গড়ে তুলতে একাধিক আইন, বিধিমালা ও নীতিমালার সংশোধন এবং হালনাগাদের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর অংশ হিসেবে বিআরটিএ কর্তৃক মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা, ২০২৪ জারি করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নে মনিটরিং করা হচ্ছে। সড়ক পরিবহণ আইন, ২০১৮ এবং সড়ক পরিবহণ বিধিমালা, ২০২২ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনায় শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বৈদ্যুতিক থ্রি-হুইলার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করা হচ্ছে। ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ পুনর্গঠনের লক্ষ্যে ঢাকা পরিবহণ সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন-২০১২ সংশোধনপূর্বক বাংলাদেশ নগর পরিবহণ কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়া, ঢাকার পরিবহণ ব্যবস্থায় ৪০০টি ইলেকট্রিক বাস যুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৮৫। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় মিরপুর ১০ এবং কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশন দুটি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ববর্তী সময়ে এই স্টেশনগুলোর মেরামতের ব্যয় অনেক বেশি প্রাক্কলন করা হলেও, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দ্রুত ও সাশ্রয়ীভাবে নিজস্ব জনবল ব্যবহার করে স্টেশন দুটি মেরামত করে। এছাড়া, ঢাকা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (লাইন-৫): সাউদার্ন রুট এর ডিপিপি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা সম্ভব হবে মর্মে প্রাক্কলন করা হয়েছে। বর্তমানে ঢাকা এমআরটি লাইন-১ এবং লাইন-৫ (নর্দার্ন রুট) এর নির্মাণকাজ চলমান রয়েছে। সরকারের নানামুখী পদক্ষেপ ও নিবিড় তত্ত্বাবধানের কারণে পবিত্র ঈদুল ফিতরের এ বছরের ঈদযাত্রা পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি নিরাপদ ও স্বস্তিদায়ক হয়েছে।

৮৬। নিরাপদ, আরামদায়ক এবং সাশ্রয়ী হিসেবে রেল পরিবহণ বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জনপ্রিয়। তবে বাংলাদেশে এ খাতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি এখনও অর্জন করা সম্ভব হয়নি। আমরা এ অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাতে চাই। এ লক্ষ্যে ৩০ বছর মেয়াদি Railway Master Plan অনুযায়ী বাংলাদেশে রেলওয়ে ডাবল লাইন ট্র্যাক নির্মাণ, গেজ একীভূতকরণ, আধুনিক সিগন্যালিং সিস্টেমের প্রবর্তন, সমুদ্র বন্দরের সাথে রেল যোগাযোগের উন্নয়ন, আপগ্রেডেড লোকোমোটিভ প্রবর্তন এবং বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন

প্রবর্তন ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পাশাপাশি, লোকোমোটিভ ওয়ার্কশপ আধুনিকায়ন এবং নতুন একটি ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে দেশেই কোচ, ওয়াগন অ্যাসেম্বলিং সুবিধা তৈরি করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। প্রায় ১১ হাজার ৫৬১ কোটি টাকা ব্যয়ে 'কালুরঘাটে কর্ণফুলী নদীর উপর রেল কাম রোড সেতু নির্মাণ' শীর্ষক প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, ঢাকা হতে ভাঙ্গা হয়ে যশোর পর্যন্ত রেল চলাচল শুরু হয়েছে এবং যমুনা রেলওয়ে সেতুর নির্মাণকাজ শেষে রেল যোগাযোগ চালু হয়েছে।

৮৭। রেল পরিবহণে উল্লেখযোগ্য আধুনিকায়নের পাশাপাশি এ খাতে অপ্রয়োজনীয় ব্যয় হ্রাস করার কার্যক্রমও অব্যাহত রাখা হয়েছে। 'পদ্মা সেতু রেল সংযোগ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ব্যয় প্রায় ৬২২ কোটি টাকা কমানো হয়েছে। একইভাবে, 'দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েলগেজ ট্র্যাক নির্মাণ (২য় সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পে প্রায় ৬,৬৯৯ কোটি টাকা ব্যয় হ্রাস করা হয়েছে।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং বিজ্ঞান গবেষণা

প্রিয় দেশবাসী

৮৮। তথ্য প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মানবসম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে তারুণ্যদীপ্ত উদ্ভাবনী এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক বাংলাদেশ বিনির্মাণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কাজ করে যাচ্ছে। সরকারি কাজে অধিকতর নিরাপত্তা ও গতিময়তা নিশ্চিত করতে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালু করা হচ্ছে। IBAS++ সিস্টেমে ডিজিটাল স্বাক্ষর চালুর বিষয়ে বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) কর্তৃক IBAS++ system-এ API ইন্টিগ্রেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

৮৯। ক্যাশলেস সোসাইটি বিনির্মাণ, আর্থিক সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির (Financial Inclusion) পরিসর বৃদ্ধিতে মোবাইল আর্থিক সেবা (এম এফ

এস) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। মোবাইল আর্থিক পরিষেবার মাধ্যমে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে যাচ্ছে যা তাৎক্ষণিক টাকা পাঠানো, সরকারি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা ভাতা গ্রহণ ও সেবার বিল পরিশোধ, রেমিট্যান্স গ্রহণসহ নানাবিধ আর্থিক সেবা সহজে প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। এ বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত হিসাব অনুযায়ী দেশে মোট নিবন্ধিত এম এফ এস অ্যাকাউন্টের সংখ্যা ছিল ২৩ কোটি ৯৩ লক্ষ যার প্রায় ৪২ শতাংশ নারীদের।

প্রিয় দেশবাসী

৯০। সারাদেশে ৫ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটিডি ডিজিটাল ল্যাব ও ৩০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটিডি স্কুল অফ ফিউচার স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া ৩৬ হাজার ২০ জন শিক্ষককে ICT বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। তারুণ্যের শক্তির যথাযথ প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে ফ্রিল্যান্সিং এর মাধ্যমে বিশাল কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সারাদেশে ৪৯১টি উপজেলায় উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্সে তরুণ-তরুণীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে 'উপজেলা সেবা ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' নির্মাণ করা হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তি খাতের সম্ভাবনা বিবেচনায় এবং এ খাতে নতুন নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা স্টার্ট-আপ তহবিল হিসেবে বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব করছি।

৯১। দেশে বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন কাজে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৪৯২টি প্রকল্পের অনুকূলে প্রায় ১৬ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকার বিশেষ গবেষণা অনুদান প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট কর্তৃক ২০২৫ সালের মধ্যে ১ হাজার ৫০০ গবেষক ও ছাত্র-ছাত্রীকে ফেলোশিপ প্রদানের জন্য উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। উন্নয়নের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছার জন্য বিজ্ঞান গবেষণার গুরুত্ব বিবেচনায় আগামী অর্থবছরে মৌলিক বিজ্ঞান গবেষণা এবং সামুদ্রিক সম্পদ আহরণ ও এর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ব্লু ইকোনমির সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার লক্ষ্যে গবেষণা কার্যক্রম বাবদ ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন

প্রিয় দেশবাসী

৯২। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে সবচেয়ে ঝুঁকির মুখে যে দেশগুলো রয়েছে বাংলাদেশ তার মধ্যে শীর্ষে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ডের মাধ্যমে বায়ু, পানি ও মাটি দূষণ প্রতিরোধ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ উন্নয়ন, জলবায়ু পরিবর্তনে প্রশমন, স্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রভাব নিরূপণ, নারীর অভিযোজন সক্ষমতা বৃদ্ধি, উপকূলীয় ইকোসিস্টেম মূল্যায়ন, জলবায়ু সহনশীলতা অর্জনে গণমাধ্যমের সক্ষমতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। সময়াবদ্ধ সংস্কার পরিকল্পনার আওতায় ইতোমধ্যে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্টের অনুমোদিত সকল প্রকল্পের ডিজিটাল মনিটরিং সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে যা ডিসেম্বর ২০২৫ এর মধ্যে বাস্তবায়ন করা হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকির গভীরতা ও গুরুত্ব বিবেচনায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে আগামী অর্থবছরে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৯৩। প্লাস্টিক বর্জ্যের উৎপাদন হ্রাস করার লক্ষ্যে 'Multisectoral Action Plan for Sustainable Plastic Management in Bangladesh' প্রণয়ন করা হয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০২১ এর আলোকে ১৭টি পণ্যকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে চিহ্নিত করে ইতোমধ্যে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে এবং সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কার প্রদানের নীতিমালা (সংশোধন)-২০২৫ এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণে জাতীয় পুরস্কার নীতিমালা-২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। দেশে মোট বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৫.৫৮ শতাংশ। দেশের বনের পরিমাণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ হাজার ৩০৩ একর বনভূমি উদ্ধার করে বনায়ন করা হয়েছে এবং বনভূমি পুনরুদ্ধারের অংশ হিসেবে বিভিন্ন সংস্থার ৭২০ একর জমির বরাদ্দ বাতিল করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

৯৪। এবার আমি আগামী অর্থবছরে সরকারের রাজস্ব আহরণের পরিকল্পনা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি।

সপ্তম অধ্যায়: রাজস্ব আহরণ কার্যক্রম

প্রত্যক্ষ কর: আয়কর

প্রিয় দেশবাসী

৯৫। প্রত্যক্ষ কর একটি দেশের রাজস্ব আহরণের অন্যতম প্রধান ও টেকসই উৎস। এটি আয়বৈষম্য হ্রাস ও সামাজিক ন্যায্যতা নিশ্চিতকরণ এবং প্রগতিশীল করব্যবস্থা গঠনে কার্যকর ভূমিকা রাখে। প্রত্যক্ষ করের মাধ্যমে করদাতা ও রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও জবাবদিহিমূলক সম্পর্ক তৈরি হয়, যা সুশাসনভিত্তিক রাষ্ট্র পরিচালনার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এছাড়া, অভ্যন্তরীণ সম্পদ সংগ্রহের মাধ্যমে পরনির্ভরশীলতা কাটিয়ে একটি স্বনির্ভর ও টেকসই অর্থনীতি গঠনে প্রত্যক্ষ করের গুরুত্ব অপরিসীম।

৯৬। বিদ্যমান কর ব্যয় কাঠামোকে যৌক্তিক করার লক্ষ্যে এবং কর অব্যাহতি সংস্কৃতির রাশ টানার লক্ষ্যে সম্প্রতি কর ব্যয় নীতিমালা ও এর ব্যবস্থাপনা কাঠামো (Tax Expenditure Policy and Management Framework) প্রণয়ন করা হয়েছে, এবং যৌক্তিকভাবে ও পর্যায়ক্রমে কর ব্যয় সংকোচনের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এখন থেকে অবারিত সময়ের জন্য কর অব্যাহতি প্রদান নিরুৎসাহিত করা হবে। কর অব্যাহতি প্রদানে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ক্ষমতা বাতিল করা হবে। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার আইন প্রণয়নের মাধ্যমে স্বল্প-মেয়াদে কর অব্যাহতি প্রদান করতে পারবে।

৯৭। চলতি অর্থ বছরে অনলাইন রিটার্ন করদাতাদের নিকট ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এ বছর ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার সকল সরকারি কর্মকর্তা, সমগ্র বাংলাদেশের সকল তফসিলি ব্যাংক ও কতিপয় নির্দিষ্ট কোম্পানির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে অনলাইন রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার প্রেক্ষিতে ১৬ লক্ষের অধিক করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করেছেন। আগামী বছর স্বাভাবিক ব্যক্তি শ্রেণীর সকল করদাতার জন্য অনলাইনে রিটার্ন দাখিল বাধ্যতামূলক করার পরিকল্পনা

গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া, আগামীতে যাতে কোম্পানি করদাতাগণ অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারে সে লক্ষ্যে কার্যক্রম এগিয়ে চলছে।

৯৮। দেশের প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থাকে আধুনিক, ন্যায্য, করদাতাবান্ধব ও বিনিয়োগবান্ধব করার ধারাবাহিকতায় ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি এ পর্যায়ে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে আয়করের বিধানে আনীত গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন, সংশোধন ও পরিমার্জন এর সার-সংক্ষেপ উপস্থাপন করছি।

প্রিয় দেশবাসী

৯৯। আন্তর্জাতিক উত্তম চর্চার আলোকে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার, বিনিয়োগকারীদের আস্থার উন্নয়ন, নীতি নিশ্চয়তা (policy certainty) ইত্যাদি বিবেচনায় অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে ২০২৫-২৬ করবর্ষের জন্য ভবিষ্যাপেক্ষ (prospective) করহার ও সারচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছিল। এর ধারাবাহিকতায় অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের করহার ও সারচার্জ নির্ধারণ করা হয়েছে। ফলে, করদাতাগণ ২০২৫-২৬, ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ এই তিন করবর্ষের জন্য প্রযোজ্য করহার সম্পর্কে আগাম ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবেন।

প্রিয় দেশবাসী

১০০। বর্তমানে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৩,৫০,০০০ টাকা। সীমিত আয়ের জনগণের জন্য করের বোঝা হ্রাস করা, সামাজিক সুরক্ষা ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা ও মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখার লক্ষ্যে ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের জন্য স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা বাড়িয়ে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ আহত “জুলাই যোদ্ধা” করদাতাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার শ্রেণির

করদাতাদের করমুক্ত আয়সীমা, করহার এবং করধাপ পরিশিষ্ট খ এর সারণি ১ এবং ২ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

১০১। বর্তমানে স্বাভাবিক ব্যক্তি ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবার করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করের পরিমাণ এলাকাভেদে ৩,০০০-৫,০০০ টাকা। ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষে মোট আয় করমুক্ত আয়ের সীমা অতিক্রম করলে ন্যূনতম করের পরিমাণ এলাকা নির্বিশেষে ৫,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

কর প্রদান সংস্কৃতির বিকাশ, কর-নেট সম্প্রসারণ এবং নূতন করদাতাগণকে কর প্রদানে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে নতুন করদাতাদের ন্যূনতম করের পরিমাণ ১,০০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

১০২। কর পরিপালন সহজ করার জন্য লিস্টেড কোম্পানিসমূহের ক্ষেত্রে ২.৫% কর হার সুবিধা প্রাপ্তির শর্ত শিথিল করে আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ এর পরিবর্তে কেবল সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, পুঁজিবাজারে মধ্যস্থতাকারী (intermediary) হিসেবে কাজ করা মার্চেন্ট ব্যাংকসমূহ তফসিলি ব্যাংক নয় বিধায় মার্চেন্ট ব্যাংকের করহার ৩৭.৫% হতে কমিয়ে ২৭.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে। কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট শ্রেণীর করদাতার ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের করহার পরিশিষ্ট খ -এর সারণি ৩ এ উপস্থাপন করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৩। বিত্তশালী ব্যক্তিগণ (high net worth individuals) সম্পদ সারচার্জ প্রদানের মাধ্যমে বেশি কর প্রদান করেন যা সামাজিক উন্নয়ন ও সমতা বিধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। ২০২৬-২৭ এবং ২০২৭-২৮ করবর্ষের জন্য সারচার্জের বিদ্যমান হার অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। তবে করদাতাগণের দীর্ঘদিনের দাবীর প্রতি সম্মান রেখে তাঁদের স্বস্তি প্রদানের জন্য ন্যূনতম কর-কে সারচার্জ পরিগণনার ভিত্তি না রেখে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করযোগ্য আয়ের ওপর

নিয়মিত করহার প্রয়োগ করে নিরূপিত করের ওপর সারচার্জ পরিগণনা করার বিধান করা হয়েছে। এছাড়া, কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার একাধিক গাড়ি থাকলে পরিবেশ সারচার্জ আরোপ করার বিধান থাকলেও পরিবেশবান্ধব যানবাহনের ব্যবহার উৎসাহিতকরণে ইলেক্ট্রিক গাড়ির ক্ষেত্রে পরিবেশ সারচার্জ আরোপ না করার বিধান রাখা হয়েছে।

১০৪। করদাতার স্বেচ্ছা পরিপালন (voluntary compliance) নিশ্চিত করতে হলে কর কাঠামোকে হতে হবে ন্যায্য, স্বচ্ছ ও প্রগতিশীল (progressive)। কর পরিপালন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কর ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো-

- সমন্বয় করার সুযোগ না থাকায় বাড়তি ন্যূনতম করের বোঝা বহন সংক্রান্ত করদাতাদের দীর্ঘ দিনের অসুবিধা দূরীকরণে ন্যূনতম করের কারণে কোনো করদাতাকে নিয়মিত করের যে পরিমাণ অতিরিক্ত কর প্রদান করতে হয় তা পরবর্তী করবর্ষসমূহে সমন্বয় করার সুযোগ রাখা হয়েছে;
- কৃষি উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত রাখা হয়েছে;
- বেসরকারি চাকুরীজীবীদের করযোগ্য আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বাদযোগ্য অংকের পরিমাণ ৪.৫০ লক্ষ টাকা হতে বাড়িয়ে ৫ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- নিয়োগকর্তার জন্য কর পরিপালন সহজ করার লক্ষ্যে কর্মচারীকে প্রদত্ত পারকুইজিট অনুমোদনের সর্বোচ্চ সীমা ১০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ২০ লক্ষ টাকা করা হয়েছে;
- চাকুরিরত কর্মচারীগণের কিডনি, লিভার, ক্যান্সার, হার্ট এর চিকিৎসার পাশাপাশি মস্তিস্কে অস্ত্রোপচার ও কৃত্রিম অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ করমুক্ত করা হয়েছে;

- জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের আয় এবং জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষের সর্বজনীন পেনশন স্কিম হতে প্রাপ্ত সুবিধাভোগীর কোনো আয় এবং জিরো কুপন ইসলামিক ইনভেস্টমেন্ট সার্টিফিকেট হতে উদ্ভূত আয় করমুক্ত করা হয়েছে;
- করমুক্ত দানের আওতায় স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা ও সন্তানের পাশাপাশি আপন ভাই ও আপন বোনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৫। পুঁজিবাজারে সার্বিকভাবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও এই বাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। দেশী-বিদেশী লাভজনক ও নামীদামি কোম্পানিসমূহকে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হতে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে লিস্টেড এবং নন-লিস্টেড কোম্পানির করহারের ব্যবধান ৫% হতে বাড়িয়ে ৭.৫% করা হয়েছে।

এছাড়া, পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ ও লেনদেন বৃদ্ধি উৎসাহিতকরণে সিকিউরিটিজ লেনদেনের মোট মূল্যের ওপর ব্রোকারেজ হাউজসমূহের নিকট হতে উৎসে কর সংগ্রহের হার ০.০৫% হতে হ্রাস করে ০.০৩% নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৬। কর-জিডিপি অনুপাত বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ বিবেচনায় নিয়ে কর কাঠামো ও নীতিমালাকে আরও কার্যকর ও প্রাসঙ্গিক করে তোলার জন্য প্রয়োজন কর যৌক্তিকীকরণ। এতে রাষ্ট্র পরিচালনায় অতি প্রয়োজনীয় রাজস্ব আদায়ে যেমন গতিশীলতা আসবে তেমনি বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থাকবে অবারিত। কর কাঠামোর বিদ্যমান অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ এবং কর জাল সম্প্রসারণে অর্থ অধ্যাদেশ, ২০২৫ এর মাধ্যমে নিম্নরূপ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে-

- সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় ঠিকাদারি কাজ হতে উৎসে কর কর্তনের সর্বোচ্চ হার ৭% এর স্থলে ৫% এ হ্রাস করা হয়েছে;

- প্রান্তিক পর্যায়ের কৃষক ও সরবরাহকারীদের স্বস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন ধান, চাল, গম, আলু, পাট, কাঁচা চা পাতা ইত্যাদি সরবরাহের ক্ষেত্রে সরববরাহ মূল্যের ওপর উৎসে কর কর্তনের হার ১% এর স্থলে ০.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- জমি বিক্রেতার হাতে অপ্রদর্শিত অর্থ সৃষ্টি পরিহারের জন্য প্রকৃত বিক্রয়মূল্যে সম্পত্তি রেজিস্ট্রেশনের লক্ষ্যে জমি হস্তান্তর হতে উৎসে কর সংগ্রহের বিদ্যমান মূলধনি মুনাফা কর হার কমিয়ে এলাকাভেদে বিদ্যমান হার ৮%, ৬% ও ৪% এর স্থলে যথাক্রমে ৬%, ৪% ও ৩% এ হ্রাস করা হয়েছে। এছাড়া, জমি বিক্রয়ের ওপর মূলধনি মুনাফা করের ন্যুনতম পরিমান এলাকাভেদে শতাংশ প্রতি সর্বনিম্ন ৫ শত টাকা থেকে ৯ লক্ষ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় ১৫২টি পণ্যের ওপর আমদানি পর্যায়ে হ্রাসকৃত ২% হারে অগ্রিম কর আরোপ করা হয়েছে;
- পরিবেশবান্ধব রিসাইক্লিং শিল্পকে উৎসাহিতকরণে এই শিল্পে ব্যবহৃত কাঁচামাল সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ৩% এর স্থলে ১.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় ও কর প্রত্যর্পণ রোধকল্পে গ্যাস বিতরণে নিযুক্ত কোম্পানির ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ২% এর স্থলে ০.৬% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় তেলশোধন (oil refinery) কার্যক্রমে নিযুক্ত কোনো কোম্পানি কর্তৃক তেল সরবরাহের ক্ষেত্রে উৎসে কর কর্তনের হার ২% এর স্থলে ১.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ইন্টারনেট সেবা থেকে উৎসে কর কর্তনের হার ১০% এর স্থলে ৫% করা হয়েছে;
- সিকিউরিটিজ এর সুদ হতে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% এর স্থলে ১০% করা হয়েছে;

- বিদ্যুৎ ক্রয়ের অর্থ পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তনের হার ৬% এর স্থলে ৪% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ভাড়া পরিশোধকালে উৎসে কর কর্তনের হার ৫% এর স্থলে ১০% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় সিগারেট প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে নিট বিক্রয়মূল্যের ওপর ৩% এর স্থলে ৫% হারে অগ্রিম কর সংগ্রহের বিধান করা হয়েছে;
- সম্ভাব্য মুনাফার পরিমাণ বিবেচনায় বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হতে অগ্রিম কর সংগ্রহের হার যৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে;
- স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে টার্নওভার করের আওতামুক্ত সীমা ৩ কোটি টাকা হতে বাড়িয়ে ৪ কোটি টাকা করা হয়েছে;
- মোবাইল অপারেটরদের টার্নওভার করের পরিমাণ ২% হতে কমিয়ে ১.৫% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- মোবাইল অপারেটর, তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী এবং কার্বোনেটেড বেভারেজ ব্যতীত অন্যান্য সকল ব্যবসায়ী করদাতাগণের টার্নওভার করের হার ১% নির্ধারণ করা হয়েছে;
- ব্যবসায়ী করদাতার ক্ষেত্রে নগদ লেনদেন ক্রমান্বয়ে নিরুৎসাহিত করা ও একই সাথে কর পরিপালন সহজ করার লক্ষ্যে ব্যাংকের মাধ্যমে লেনদেন সংক্রান্ত পূর্বের বিধান শিথিল করে বেতন, ভাড়া ও কাঁচামাল বাবদ প্রদর্শিত ব্যয় ব্যতীত অন্যান্য সকল প্রকার ব্যয় বাবদ মোট পরিশোধের ৫০% এর অধিক ব্যাংকিং মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকলে অন্য মাধ্যমে পরিশোধিত মোট অঙ্কের ২৫% অননুমোদনযোগ্য ব্যয় হিসেবে বিবেচনা করার বিধান করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৭। করদাতাদের জন্য কর প্রদান, রিটার্ন দাখিল, দলিলপত্র সংরক্ষণসহ কর পরিপালনের আনুষ্ঠানিকতা সহজ করার লক্ষ্যে নিম্নরূপ বিধান করা হয়েছে:

- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডসহ কোনো আইন বা সরকারি আদেশ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত যেকোনো সংস্থা, কর্তৃপক্ষ, কমিশন, ইনস্টিটিউট, বোর্ড, একাডেমি বা অনুরূপ সংস্থা যারা কোনোরূপ বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে না এবং পরিচালন ব্যয় এর আংশিক বা সম্পূর্ণ নির্বাহের জন্য সরকার হতে নিয়মিত তহবিল প্রাপ্ত হয় সেসকল প্রতিষ্ঠানকে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- তহবিল, এতিমখানা, অনাথ আশ্রম ও ধর্মীয় উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠানকে রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;
- উৎসে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রতি মাসের পরিবর্তে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে উৎসে করের রিটার্ন দাখিলের বিধান করা হয়েছে;
- জমি বা জমিসহ স্থাপনা হস্তান্তরকালে দলিল মূল্যের অতিরিক্ত কোনো অর্থ গৃহীত হলে ব্যাংক বিবরণীসহ দালিলিক প্রমাণাদি দ্বারা যাচাইযোগ্য হওয়া সাপেক্ষে উক্ত অতিরিক্ত অর্থের ওপর মূলধনি আয়ের জন্য প্রযোজ্য হারে কর প্রদানের বিধান করা হয়েছে;
- স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিলকৃত রিটার্ন অডিট সংক্রান্ত মাঠ পর্যায়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসন করে অডিট কার্যক্রমকে কার্যকর ও সহজীকরণের উদ্দেশ্যে অডিট সংশ্লিষ্ট বিধান প্রতিস্থাপন করা হয়েছে;
- করভিত্তি সম্প্রসারণ, কর সংস্কৃতির বিকাশ ও কর পরিপালন সহজ করার লক্ষ্যে বিদ্যমান ৪৫ টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ উপস্থাপনের বাধ্যবাধকতা শিথিল করে ক্রেডিট কার্ডসহ ১২টি সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র টিআইএন সার্টিফিকেট দাখিলের বিধান করা হয়েছে;

- নির্দিষ্ট দিনের পর স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে যৌক্তিকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৮। কর অব্যাহতি যৌক্তিকীকরণ এর অংশ হিসেবে নিম্নরূপ কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে:

- কর অব্যাহতির সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হবে এমন কতিপয় ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়নি;
- দীর্ঘ সময় ধরে কর অব্যাহতি এবং হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুযোগপ্রাপ্ত কতিপয় খাতের জন্য প্রযোজ্য বিদ্যমান হ্রাসকৃত কর হার সংশ্লিষ্ট প্রজ্ঞাপনসমূহ বাতিল করা হয়েছে;
  তবে, এসব কাজে জড়িত প্রান্তিক পর্যায়ের খামারি এবং উদ্যোক্তাগণকে উৎসাহ প্রদানের জন্য এসকল খাত হতে প্রাপ্ত অনধিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত রাখা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১০৯। জন্মসূত্রে বাংলাদেশি ছিলেন অথচ পরবর্তীতে বাংলাদেশী নাগরিকত্ব পরিত্যাগ করেছেন এমন ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশে অর্জিত আয়ের ওপর যথাযথভাবে কর পরিশোধ না করে নানা উপায়ে বিদেশে পাচারকৃত অর্থ সম্পদের ওপর কর ও জরিমানা আরোপের বিধান করা হয়েছে।

১১০। বাজেটের অংশ হিসেবে “প্রত্যক্ষ কর ব্যয় প্রতিবেদন” (Direct Tax Expenditure Report) প্রকাশ করা হয়। প্রত্যক্ষ কর ব্যয় (Direct Tax Expenditure) হলো কোনো নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বা করদাতাগণকে অর্থনৈতিক বা সামাজিক সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো কর অব্যাহতি, সংকুচিত কর হার বা অনুরূপ কোনো কর সুবিধা প্রদানের ফলে যে পরিমাণ কর কম আদায় হয় তার সমষ্টি। এ

প্রকার ব্যয়ের কারণে সম্ভাব্য রাজস্ব আদায় কমে যায়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের কর নীতি উইং ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রত্যক্ষ করব্যয় প্রাক্কলন করেছে, যার পরিমাণ ১,০৭,১৩৩ কোটি টাকা। এর মধ্যে কর্পোরেট পর্যায়ে কর ব্যয় ৭৩,৯৯০ কোটি টাকা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তি পর্যায়ে কর ব্যয় ৩৩,১৪৩ কোটি টাকা। সামগ্রিকভাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য এই প্রত্যক্ষ করব্যয় মোট জিডিপি এর ২.৩৮%, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ছিল ২.৯১%। ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রত্যক্ষ করব্যয় প্রাক্কলিত হয়েছিল ১,১৫,০৫৬ কোটি টাকা, অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর ব্যয় ৬.৮৮% হ্রাস পেয়েছে। সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ এর কারণে করব্যয় হ্রাসের প্রবণতা সৃষ্টি হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বেগবান হবে বলে আশা করা যায়।

মূল্য সংযোজন কর

প্রিয় দেশবাসী

১১১। বাংলাদেশে রাজস্ব আদায়ের গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহের মধ্যে মূল্য সংযোজন কর (মূসক) বা ভ্যাট খাত অন্যতম। কর-জিডিপির অনুপাত বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্প বিকাশে সহায়তা প্রদান, কাঙ্ক্ষিত রাজস্ব প্রবৃদ্ধি অর্জন, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদেশী বিনিয়োগ আকর্ষণ, ব্যবসা-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, Compliance Gap হ্রাস, ভ্যাটের হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি সহজীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলো এ বছর বাজেট প্রণয়নের মূল কৌশল হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্য সংযোজন কর খাতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে কতিপয় ক্ষেত্রে মূসকের সংকুচিত হার আদর্শ হারে উন্নীতকরণ ও সম্পূরক শুল্ক হার যৌক্তিকীকরণসহ আইনের কিছু বিধান সহজীকরণ করা হয়েছে।

১১২। মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ তে নিম্নোক্ত সংশোধনী আনা হয়েছেঃ

(ক) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক শিল্পের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে আগাম করের হার ৩ শতাংশ হতে কমিয়ে ২ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক আমদানিকারকের ক্ষেত্রে আগাম কর ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে। বাণিজ্যিক

আমদানিকারক কর্তৃক স্থানীয় পর্যায়ে মূল্য সংযোজনের পরিমাণ ৫০ শতাংশের বেশি না হলে ব্যবসায়ী পর্যায়ে Final Settlement করে পুণরায় ভ্যাট আরোপ না করার বিধান করা হয়েছে। আগাম কর কমানোর কারণে ভ্যাট ফেরতের পরিমান হ্রাস পাবে এবং বাণিজ্যিক আমাদানিকারকগণকে আগাম করের বাইরে পুনরায় আর কোন ভ্যাট দিতে হবে না।

(খ) সরকারি, আধা-সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ব্যাংক, বীমা এবং শূন্য রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর মেয়াদ সমাপ্তির ১৫ দিনের পরিবর্তে ২০ দিনের মধ্যে দাখিলপত্র পেশ করার বিধান করা হয়েছে;

(গ) নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠান Enterprise Resource Planning (ERP) এর মাধ্যমে ক্রয় রেজিষ্টার ও বিক্রয় রেজিষ্টার সংরক্ষণ করতে পারবে মর্মে বিধান করা হয়েছে;

(ঘ) বিধি বর্হিভূত রেয়াত গ্রহণের ক্ষেত্রে জরিমানার পরিমাণ ৫০%-১০০% হতে কমিয়ে ৩০%-৫০% নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ঙ) নির্মাণ সংস্থা, যোগানদার, সিএন্ডএফ এজেন্ট কর্তৃক রিটার্ণ দাখিলের মেয়াদ প্রতিমাসের পরিবর্তে প্রতি ০৬ (ছয়) মাস করা হয়েছে;

(চ) আগাম কর সমন্বয়, রিফান্ড আবেদন ও রেয়াত গ্রহণের সময়সীমা ০৪ (চার) মাসের পরিবর্তে ০৬ (ছয়) মাস করা হয়েছে;

প্রিয় দেশবাসী

১১৩। কর-জিডিপি অনুপাত বৃদ্ধিসহ আদর্শ ভ্যাট ব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে ভ্যাট হার কিছুটা বৃদ্ধি করা হয়েছে:

(ক) বিভিন্ন “এম.এস প্রোডাক্ট” এর উৎপাদন পর্যায়ে আরোপিত সুনির্দিষ্ট কর প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে;

(খ) নির্মাণ সংস্থা সেবার বিপরীতে ভ্যাটের হার ৭.৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ১০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

(গ) অনলাইনে পণ্য বিক্রয় কমিশনের ওপর ভ্যাটের হার ৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ঘ) সেল্ফ কপি পেপার, ডুপ্লেক্স বোর্ড/কোটেড পেপার এর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটের হার ৭.৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ঙ) প্লাস্টিকের তৈরি সকল ধরনের টেবিলওয়্যার, কিচেনওয়্যার, গৃহস্থালী সামগ্রী, হাইজেনিক ও টয়লেট্রিজ সামগ্রীসহ অনুরূপ যে কোন পণ্যের উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটের হার ৭.৫ শতাংশ এর পরিবর্তে ১৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

(চ) "কটন সুতা" এর উৎপাদন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ প্রতি কেজি ৩ (তিন) টাকার পরিবর্তে ৫ (পাঁচ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ছ) "কৃত্রিশ আঁশ (man made fibre) এবং অন্যান্য আঁশের সংমিশ্রণে তৈরি ইয়ার্ন" এর উৎপাদন পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট করের পরিমাণ প্রতি কেজি ৩ (তিন) টাকার পরিবর্তে ৫ (পাঁচ) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে;

(জ) ব্লেড এর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটের হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

(ঝ) তার কাটা ও টোপকাটাসহ বিভিন্ন প্রকারের স্ক্রু, জয়েন্ট (কানেক্টর), নাট, বোল্ট, ইলেকট্রিক লাইন হার্ডওয়্যার এবং পোল ফিটিংস উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাটের হার ৫ শতাংশের পরিবর্তে ৭.৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

প্রিয় দেশবাসী

১১৪। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে জনসাধারণকে কিছুটা স্বস্তি প্রদানের লক্ষ্যে ভ্যাট ও আবগারি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে:

(ক) ১ (এক) লক্ষ টাকা এর পরিবর্তে ৩ (তিন) লক্ষ টাকা পর্যন্ত ব্যাংক স্থিতির ওপর আবগারি শুল্ক অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(খ) Liquefied Natural Gas (LNG) এর আমদানি পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(গ) পাতা, ফুল বা বাকল এর তৈরি প্লেট, বাটিসহ সকল ধরণের তৈজসপত্র, হাতে তৈরি মাটির তৈজসপত্র, Textile Grade Pet Chips এর উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(ঘ) স্যানিটারি ন্যাপকিন, প্যাকেটকৃত তরল দুধ ও বলপয়েন্ট পেনের স্থানীয় ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(ঙ) ২২ ইঞ্চি এর পরিবর্তে ৩০ ইঞ্চি পর্যন্ত কম্পিউটার মনিটর এর উৎপাদন ও ব্যবসায়ী পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(চ) যাত্রী পরিবহনে ব্যবহৃত উড়োজাহাজের (Air Craft) লীজ রেন্ট (Lease Rent) এর ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

১১৫। নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হার আরোপ, হ্রাস অথবা বৃদ্ধি করা হয়েছে:

(ক) বাণিজ্যিক আমদানিকারক কর্তৃক সিগারেট পেপার আমদানির ক্ষেত্রে সম্পূরক শুল্ক হার ১৫০ শতাংশ এর পরিবর্তে ৩০০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

(খ) ওটিটি বা ওভার দ্যা টপ প্ল্যাটফর্ম সেবার সংজ্ঞা প্রদানপূর্বক এর উপর ১০ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়েছে;

(গ) সকল ধরণের আইসক্রিমের উপর সম্পূরক শুল্ক হার ১০ শতাংশের পরিবর্তে ৫ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়েছে;

প্রিয় দেশবাসী

১১৬। রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি, দেশীয় শিল্পের বিকাশ এবং জনস্বার্থে নিম্নোক্ত বিধান করা হয়েছেঃ

(ক) নারী এবং শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় স্যানিটারী ন্যাপকিন ও ডায়াপারের কাঁচামাল আমদানির ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(খ) স্বাস্থ্য সেবা আরো সুলভ মূল্যে প্রদানের লক্ষ্যে হাসপাতাল বেড উৎপাদনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় উপকরণ ও খুচরা যন্ত্রাংশ আমদানি ও স্থানীয়ভাবে ক্রয়ের ক্ষেত্রে সমুদয় ভ্যাট ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(গ) এপিআই (Active Pharmaceutical Ingredients) উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধার মেয়াদ ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে;

(ঘ) মোবাইল ফোন উৎপাদন ও সংযোজনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্বক মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(ঙ) লিফট এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্ববক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(চ) LPG Cylinder এর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্ববক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(ছ) ওয়াশিং মেশিন, মাইক্রোওয়েভ ওভেন ও ইলেকট্রিক ওভেন এর উপর স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্ববক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(জ) ব্লেন্ডার, জুসার, মিক্সার, গ্রাইন্ডার, ইলেক্ট্রিক কেটলি, আয়রন, রাইস কুকার, মাল্টি কুকার এবং প্রেসার কুকার এর উপর স্থানীয় উৎপাদন

পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্বক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(ঝ) সাধারণ মোটরকার ও মোটর ভেহিক্যাল এর উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান অব্যাহতি সুবিধা বহাল রেখে সাধারণ ও আইসিইউ (ICU) অ্যাম্বুলেন্সসহ হাইব্রিড ও ইলেক্ট্রিক ভেহিক্যালকে ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(ঞ) ফোর স্ট্রোক থ্রি-হুইলার এর স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্বক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(ট) সাবান ও শ্যাম্পুর কাঁচামাল LABSA এবং SLES এর স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা কিছুটা হ্রাসপূর্বক অব্যাহতির মেয়াদ ৩০ জুন ২০২৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়েছে;

(ঠ) লিথিয়াম ও গ্রাফিন ব্যাটারী উৎপাদনের ক্ষেত্রে উৎপাদন পর্যায়ে ৩০ জুন ২০২৭ সাল পর্যন্ত সমুদয় মূল্য সংযোজন কর এবং ১ জুলাই ২০২৮ সাল হতে ৩০ জুন ২০৩০ সাল পর্যন্ত ৫ শতাংশের অতিরিক্ত ভ্যাট অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(ড) ই-বাইক এর স্থানীয় উৎপাদনের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশের অতিরিক্ত ভ্যাট ৩০ জুন ২০৩০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(ঢ) রেফ্রিজারেটর ও ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার ও এর কম্প্রেসর, পলিপ্রোপাইলিন স্ট্যাপল ফাইবার এবং Idle Start-stop ব্যাটারি স্থানীয় উৎপাদন পর্যায়ে বিদ্যমান ভ্যাট অব্যাহতি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে;

(ণ) রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, এয়ারকন্ডিশনার ও এর কম্প্রেসরের উৎপাদনের জন্য কতিপয় প্রয়োজনীয় উপকরণ আমদানির ক্ষেত্রে

আমদানি পর্যায়ে সম্পূরক শুল্ক ৩০ জুন ২০২৮ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে;

(ত) Sterile surgical catgut, surgical suture, lifts and skip hoists, সেট-টপ-বক্স এবং বলপয়েন্ট কলম আমদানি পর্যায়ের ভ্যাট অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে।

প্রিয় দেশবাসী

১১৭। উপরিল্লিখিত পদক্ষেপ গ্রহণের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থ বছরের ভ্যাটের রাজস্ব আদায়ে কাঙ্খিত সাফল্য আসবে মর্মে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক

প্রিয় দেশবাসী

১১৮। স্বল্পোন্নত দেশ হতে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের চ্যালেঞ্জ, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ, মধ্যপ্রাচ্যে অস্থিরতা এবং সাম্প্রতিক সময়ে ট্রাম্প প্রশাসন কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রে পণ্য রপ্তানিতে পাল্টা শুল্ক আরোপ আমদানি রপ্তানি বাণিজ্যে বিদ্যমান শুল্ক কাঠামো বিষয়ে বাংলাদেশের অবস্থানকে পুনঃমূল্যায়ন করার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

১১৯। বর্ণিত বাস্তবতায়, আমদানি পর্যায়ে বিদ্যমান বিভিন্ন শুল্ক হার ক্রমান্বয়ে হ্রাস করার প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার মাধ্যমে করভার হ্রাস এবং গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক অংশীদার দেশের সঙ্গে প্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি (PTA)/শুল্ক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নিজেদের অবস্থান সংহত করতে হবে। পাশাপাশি ব্যক্তি, প্রাতিষ্ঠানিক ও সরকারী পর্যায়ে শুল্ক অব্যাহতির সংস্কৃতি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। সর্বোপরি, পণ্য আমদানিতে রাজস্ব নির্ভরতা কমিয়ে কাস্টমস ব্যবস্থাপনাকে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে 'পেপারলেস, ফেইসলেস' এবং ব্যবসাবান্ধব করার কার্যক্রমকে আরো এগিয়ে নিতে হবে।

১২০। এ সকল উদ্দেশ্য অর্জনের নিমিত্তে বিভিন্ন সংস্থা, ব্যবসায়ী সংগঠন ও অংশীজনের নিকট হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবসমূহ বিস্তারিত পর্যালোচনা করে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে আমদানি শুল্ক-কর বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবসমূহ উপস্থাপন করছি:

বিদ্যমান শুল্ক-কর কাঠামো পুনর্বিন্যাস:

প্রিয় দেশবাসী

১২১। আগামী অর্থবছরে বিদ্যমান ছয় (০৬) স্তর বিশিষ্ট শুল্ক কাঠামো পুনর্বিন্যাস করে একটি নতুন স্তর (৩%) যুক্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে । একই সাথে আমদানি পর্যায়ে বারো (১২) স্তর বিশিষ্ট সম্পূরক শুল্কহারের পাশাপাশি নতুন একটি সম্পূরক শুল্কহার (৪০%) নির্ধারণের প্রস্তাব করা হয়েছে। তবে, সর্ব সাধারণের সুবিধার্থে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য, প্রধান প্রধান খাদ্যদ্রব্য, সার, বীজ, জীবন রক্ষাকারী ঔষধ এবং তুলাসহ আরো কতিপয় শিল্পের কাঁচামালের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শূন্য শুল্ক হার অপরিবর্তিত রাখার প্রস্তাব করছি।

শুল্ক-কর যৌক্তিকীকরণ:

১২২। আমদানি পণ্যের শুল্ক-কর হার পর্যায়ক্রমে হ্রাস করা এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য সংলাপের প্রস্তুতির অংশ হিসেবে ১১০ টি পণ্যের আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহার, ৬৫ টি পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস, ০৯ টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার এবং ৪৪২ টি পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে জনসাধারণের ওপর করের ভার কিছুটা লাঘব হবে এবংপণ্য রপ্তানিতে Anti Export Bias হ্রাস পাবে।

ট্যারিফ ও ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ:

প্রিয় দেশবাসী

১২৩। ট্যারিফ যৌক্তিকীকরণের অন্যতম শর্ত হল বর্তমানে বলবৎ ন্যূনতম ও ট্যারিফ মূল্য পর্যায়ক্রমে প্রত্যাহার করা। এ লক্ষ্যে বিদ্যমান সকল ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। একই সাথে ৮৪ টি পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার এবং ২৩টি পণ্যের ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করে শুল্ক মূল্য যৌক্তিক করার প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এলডিসি গ্রাজুয়েশন পরবর্তীতে বিদ্যমান ন্যূনতম মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে বাতিলের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের শুল্ক-কর হ্রাস:

প্রিয় দেশবাসী

১২৪। দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখতে পেট্রোলিয়ামজাত পণ্যের মূল্য স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে অপরিশোধিত এবং পরিশোধিত উভয় ধরণের পেট্রোলিয়াম আমদানিতে শুল্ক-কর হার হ্রাস করা এবং এ সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে। এতে এসব পণ্যের শুল্কায়ন সহজতর হবে এবং সরকারী ও বেসরকারী রিফাইনারীর ক্ষেত্রে শুল্কায়নে বিদ্যমান অসুবিধা দূর হবে। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক পদক্ষেপের ধারাবাহিকতায় পরিশোধিত চিনির আমদানি শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

শিল্প খাতে সহায়তা এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণ প্রদান:

১২৫। শিল্পখাতে প্রণোদনা প্রদানের অংশ হিসেবে সেলফ কপি পেপার উৎপাদনের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল Kaolin Clay, ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদনকারী শিল্পের কাঁচামাল লাইমস্টোন , শিরিষ কাগজ উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও ঔষধ শিল্পের মোড়ক হিসেবে ব্যবহৃত ডুপ্লেক্স বোর্ড, আর্ট পেপার, আর্ট

কার্ড, ক্রাফট লাইনার পেপার, স্থানীয় ব্রেক প্যাড শিল্পের কাঁচামাল, ক্ষুদ্র ও মাঝারি ট্যানারির জন্য রাসায়নিক এবং সংবাদপত্র শিল্পের জন্য নিউজপ্রিন্টসহ কতিপয় কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হার হ্রাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানীয় শিল্পের প্রতিরক্ষণের জন্য ক্লোরিনেটেড প্যারাফিন ওয়াক্স, সিল্ড ব্যাটারি, পলিয়েস্টার স্ট্যাপল ফাইবার, ব্যাটারির separator, লিফট- এর যন্ত্রাংশ এবং এলইডি বাতির যন্ত্রাংশসহ কতিপয় পণ্যের আমদানি শুল্ক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে।

ঔষধ শিল্প

১২৬। ক্যান্সার প্রতিরোধক ঔষধসহ সকল ধরণের ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানি এবং এপিআই (API-Active Pharmaceutical Ingredient) তৈরির কাঁচামাল আমদানিতে শুল্ক-কর অব্যাহতি সুবিধা সম্প্রসারণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

কৃষি

১২৭। কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানিতে রেয়াতি সুবিধা প্রদান করে একটি নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করা হয়েছে। স্থানীয়ভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে combined harvester তৈরির যন্ত্রাংশ আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। পোকামাকড়, কীটনাশক ও দাগমুক্ত ফল উৎপাদনের জন্য ফ্রুট ব্যাগের আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে । কীটনাশক উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল আমদানিতে সকল ধরণের শুল্ক কর প্রত্যাহারের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পরিবহন খাত:

১২৮। টায়ার উৎপাদনে ব্যবহার্য উপকরণের শুল্ক হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ ছাড়া, ১৬-৪০ আসন বিশিষ্ট বাস এবং ১০-১৫ আসন বিশিষ্ট মাইক্রোবাসের শুল্ক-কর হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে।

বন্ড ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন:

১২৯। বন্ড ব্যবস্থাকে সহজীকরণ ও ব্যবসাবান্ধব করার উদ্দেশ্যে 'সেন্ট্রাল বন্ডেড ওয়্যারহাউস' ও 'ফ্রি জোন বন্ডেড ওয়্যারহাউস' ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক অঞ্চল ও রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানগুলোর ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ ঋণপত্রের বিপরীতে সরবরাহকে "প্রচ্ছন্ন রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান" এবং "যুগপৎ প্রচ্ছন্ন ও সরাসরি রপ্তানীমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠান" এর সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অধিকন্তু, বন্ডেড প্রতিষ্ঠানের এককালীন বন্ডিং ক্যাপাসিটির বিদ্যমান প্রাপ্যতা এক-তৃতীয়াংশ হতে বৃদ্ধি করে অর্ধেক করা হয়েছে। এতে রপ্তানিমুখি প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল আমদানিতে সময় ও খরচ উভয়ই হ্রাস পাবে।

কাস্টমস আইনের কতিপয় ধারা সংশোধন ও কতিপয় নতুন বিধান সংযোজন:

প্রিয় দেশবাসী

১৩০। ইতোমধ্যে আধুনিক ও ব্যবসা বান্ধব হিসেবে কাস্টমস আইন, ২০২৩ সর্বমহলে সমাদৃত হয়েছে। তথাপি আইনটিকে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকর করার লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ের দপ্তর এবং ব্যবসায়ীমহল হতে আইনটির বিভিন্ন ধারা পরিমার্জন এবং ক্ষেত্র বিশেষে নতুন ধারা সংযোজন সংক্রান্ত অংশীজনের মতামত বিবেচনায় নিয়ে কাস্টমস আইন, ২০২৩ এর নিম্নোক্ত পরিমার্জন ও সংযোজনের প্রস্তাব করা হয়েছে, যথাঃ

- শুল্ক-কর ফাঁকির ক্ষেত্রে বিদ্যমান জরিমানার হার হ্রাস করা হয়েছে;
- বিদ্যমান আইন অনুযায়ী আমদানিকৃত পণ্য চালানের মূল্য এবং শুল্ক ফাঁকির পরিমান ২ (দুই) হাজার টাকার কম হলে শুল্ক কর বা অতিরিক্ত শল্ক কর আরোপ করা হয় না। উভয় ক্ষেত্রেই এই সীমা ২ (দুই) হাজার টাকা হতে বাড়িয়ে ৪ (চার) হাজার টাকা করা হয়েছে। প্রবাসীদের প্রেরিত উপহার সামগ্রীসহ সকল আমদানির ক্ষেত্রে আমাদানিকারকগণ এতে স্বস্তি পাবেন;

- বিলম্বে শুল্ক পরিশোধের ক্ষেত্রে বিদ্যমান সুদের হার এবং সুদ আরোপের সর্বোচ্চ সময়সীমা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হয়েছে;
- আমদানি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধান লঙ্ঘন এবং কার্গো ঘোষণা দাখিলে ভুল/ত্রুটির ক্ষেত্রে আরোপযোগ্য জরিমানার হার কমানো হয়েছে।।

এছাড়া মাঠপর্যায়ের বিভিন্ন দপ্তরের কার্যপ্রক্রিয়া সহজীকরণ ও দ্রুত সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে আইনে কতিপয় পরিবর্তন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

১৩১। **স্বাস্থ্য, পরিবেশ এবং শিশুকল্যাণ:**

- দেশে উন্নত চিকিৎসা নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে রেফারেল হাসপাতালসমূহের পাশাপাশি ৫০ শয্যার অধিক সকল হাসপাতাল স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম আমদানিতে শুল্ক-কর হ্রাসের প্রস্তাব করা হয়েছে;
- স্থানীয় পর্যায়ে পরিবেশবান্ধব ই-বাইক উৎপাদনে প্রণোদনা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন প্রজ্ঞাপন জারির প্রস্তাব করা হয়েছে।

এ্যামিউজমেন্ট পার্ক এবং থিম পার্ক এর যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ রেয়াতি সুবিধায় আমদানি সংক্রান্ত বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনটিকে শিল্পবান্ধব করে নতুনভাবে জারির প্রস্তাব করা হয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়: উপসংহার

প্রিয় দেশবাসী

১৩২। মাত্র অল্প কয়েক মাসে কঠিন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে দেশকে স্থিতিশীল করার কাজটি প্রায় সম্পন্ন করে আনা সম্ভব হলেও পরিপূর্ণ সাফল্যের দোরগোড়ায় পৌঁছুতে আমাদের এখনও অনেকটা পথ পেরোতে হবে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে মূল্যস্ফীতি হ্রাস পাওয়ার প্রবণতা দেখা গেলেও তা এখনও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। গত এপ্রিল মাসে মার্কিন প্রশাসন কর্তৃক আরোপিত অতিরিক্ত শুল্কের নেতিবাচক প্রভাবও আমাদের অর্থনীতির উপর পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া, সম্প্রতি যে বাজারভিত্তিক মুদ্রা বিনিময় হার চালু করা হয়েছে, তার কোন নেতিবাচক প্রভাব আপাতত বাজারের উপর পড়ার সম্ভাবনা না থাকলেও, এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে। এ সকল ঝুঁকি মোকাবিলা করে দেশের অর্থনীতির জন্য একটি বৈষম্যহীন ও টেকসই ভিত্তি নিশ্চিত করা এখন আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার।

প্রিয় দেশবাসী

১৩৩। আপাতত প্রবৃদ্ধির গতি বৃদ্ধির পরিবর্তে অর্থনীতির ভিত মজবুত করার দিকে আমরা অধিকতর মনোযোগ দিচ্ছি। এ শক্তিশালী ভিতই হবে আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণের সোপান। আগামীর সেই বাংলাদেশে সবার জন্য মানসম্মত জীবন এবং সকল স্তরে বৈষম্যহীন ব্যবস্থার নিশ্চয়তা প্রদান হবে আমাদের মূল লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা চাই। ইনশাআল্লাহ্, আমাদের সবার সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলাদেশ হবে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্য এক অনুকরণীয় আলোকবর্তিকা।

আল্লাহ্ হাফেজ।

পরিশিষ্ট- ক

সারণি ক- ১: ২০২৪-২৫ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৪-২৫	সংশোধিত বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৪-২৫ (মার্চ পর্যন্ত)
মোট রাজস্ব আয়	**৫,৪১,০০০**	**৫,১৮,০০০**	**৩,০৯,৬৮৬**
	(৯.৭)	(৯.৩)	(৫.৬)
এনবিআর কর	৪,৮০,০০০	৪,৬৩,৫০০	২,৫৫,০৮২
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৫,০০০	১৪,৫০০	৬,২১৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৬,০০০	৪০,০০০	৪৮,৩৯১
মোট ব্যয়	**৭,৯৭,০০০**	**৭,৪৪,০০০**	**৩,৮৭,১২০**
	(১৪.২)	(১৩.৪)	(৭.০)
পরিচালন আবর্তক ব্যয়	৪৬৮,৯৮৩	৪,৮২,৮৭৬	৩,০৮,১৫০
	(৮.৪)	(৮.৭)	(৫.৫)
উন্নয়ন ব্যয়	২৮১,৪৫৩	২,৩১,৫৯৯	৭১,৪৬৩
	(৫.০)	(৪.২)	(১.৩)
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২৬৫,০০০	২,১৬,০০০	৬৮,১১৪
	(৪.৭)	(৩.৯)	(১.২)
পরিচালন মূলধন ও অন্যান্য ব্যয়	৪৬,৫৬৪	২৯,৫২৫	৭,৫০৭
	(০.৮)	(০.৫)	(০.১)
বাজেট ঘাটতি	**-২,৫৬,০০০**	**-২,২৬,০০০**	**-৭৭,৪৩৪**
	(-৪.৬)	(-৪.১)	(-১.৪)
অর্থায়ন			
বৈদেশিক উৎস	৯৫,১০০	১,০৯,০০০	১৬,২২৯
	(১.৭)	(২.০)	(০.৩)
অভ্যন্তরীণ উৎস	১,৬০,৯০০	১,১৭,০০০	৬৫,৩৩০
	(২.৯)	(২.১)	(১.২)
ব্যাংকিং উৎস	১,৩৭,৫০০	৯৯,০০০	৮৫,২৯৮
	(২.৫)	(১.৮)	(১.৫)
জিডিপি	**৫৫,৯৭,৪১৪[ক]**	**৫৫,৫২,৭৫৩[সা]**	**৫৫,৫২,৭৫৩[সা]**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি'র শতাংশ; ক=বাজেট প্রণয়নকালীন প্রাক্কলিত নামিক জিডিপি; সা=সাময়িক

সারণি ক- ২: ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট কাঠামো

(কোটি টাকায়)

খাত	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪
মোট রাজস্ব আয়	**৫,৬৪,০০০**	**৫,১৮,০০০**	**৫,৪১,০০০**	**৪,০৯,৮১২**
	(৯.০)	(৯.৩)	(৯.৭)	(৮.২)
তন্মধ্যে,				
এনবিআর কর	৪,৯৯,০০০	৪,৬৩,৫০০	৪,৮০,০০০	৩,৬১,৪৫২
এনবিআর বহির্ভূত কর	১৯,০০০	১৪,৫০০	১৫,০০০	৮,৩২৩
কর ব্যতীত প্রাপ্তি	৪৬,০০০	৪০,০০০	৪৬,০০০	৪০,০৩৭
মোট ব্যয়	**৭,৯০,০০০**	**৭,৪৪,০০০**	**৭,৯৭,০০০**	**৬,১১,৩৯২**
	(১২.৭)	(১৩.৪)	(১৪.২)	(১২.২)
(ক) পরিচালন আবর্তক ব্যয়	**৪,৯৮,৭৮৩**	**৪,৮২,৮৭৬**	**৪,৬৮,৯৮৩**	**৩,৯৭,৯৬১**
	(৮.০)	(৮.৭)	(৮.৪)	(৮.০)
(খ) উন্নয়ন ব্যয়	**২,৪৫,৬০৯**	**২,৩১,৫৯৯**	**২,৮১,৪৫৩**	**২,০৯,০৯০**
	(৩.৯)	(৪.২)	(৫.০)	(৪.২)
তন্মধ্যে,				
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২,৩০,০০০	২,১৬,০০০	২,৬৫,০০০	১,৯৫,২৩৪
	(৩.৭)	(৩.৯)	(৪.৭)	(৩.৯)
(গ) পরিচালন মূলধন ও অন্যান্য ব্যয়	**৪৫,৬০৮**	**২৯,৫২৫**	**৪৬,৫৬৪**	**৪,৩৪১**
	(০.৭)	(০.৫)	(০.৮)	(০.১)
বাজেট ঘাটতি	-২,২৬,০০০	-২,২৬,০০০	-২,৫৬,০০০	-২,০১,৫৮০
	(-৩.৬)	(-৪.১)	(-৪.৬)	(-৪.০)
অর্থায়ন				
(ক) বৈদেশিক উৎস (অনুদান সহ)	১,০১,০০০	১,০৯,০০০	৯৫,১০০	৭৯,৭৭৭
	(১.৬)	(২.০)	(১.৭)	(১.৬)
(খ) অভ্যন্তরীণ উৎস	১,২৫,০০০	১,১৭,০০০	১,৬০,৯০০	১,২১,৩৯১
	(২.০)	(২.১)	(২.৯)	(২.৪)
তন্মধ্যে ব্যাংকিং উৎস	১,০৪,০০০	৯৯,০০০	১,৩৭,৫০০	১,২৩,৮৪৭
	(১.৭)	(১.৮)	(২.৫)	(২.৫)
জিডিপি	**৬২,৪৪,৫৭৮**	**৫৫,৫২,৭৫৩** সা	**৫৫,৯৭,৪১৪** সা	**৫০,০২,৬৫৪**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে জিডিপি’র শতাংশ

সারণি ক- ৩: বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির খাতওয়ারি বিভাজন

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩
(ক) মানব সম্পদ					
১. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	১১,৩৯৮	১২,৭৬৪	১৬,১৩৬	৭,২৩১	৬,২৫০
	(৫.০)	(৫.৯)	(৬.১)	(৩.৭)	(৩.৩)
২. স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ	১১,৬১৭	৫,৬৬৯	১৩,৭৪১	৭,৩৬৩	৬,৬৬০
	(৫.১)	(২.৬)	(৫.২)	(৩.৮)	(৩.৫)
৩. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	১৩,৬২৫	৫,৪২৮	১১,৩৮৮	৪,৯৬৫	৫,৫৫২
	(৫.৯)	(২.৫)	(৪.৩)	(২.৫)	(২.৯)
৪.অন্যান্য	৩২,৮৩৩	২৮,০২০	৩৮,৭৩৩	২৬,৪২০	২৮,০৮৭
	(১৪.৩)	(১৩.০)	(১৪.৬)	(১৩.৫)	(১৪.৬)
উপ-মোট:	**৬৯,৪৭৩**	**৫১,৮৮১**	**৭৯,৯৯৮**	**৪৫,৯৭৯**	**৪৬,৫৪৯**
	(৩০.২)	(২৪.০)	(৩০.২)	(২৩.৬)	(২৪.২)
(খ) কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন					
৫. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৩৬,০৯৯	৩৬,১৬১	৩৮,৮০৮	৩৬,৬৯৩	৩৩,৫৩৪
	(১৫.৭)	(১৬.৭)	(১৪.৬)	(১৮.৮)	(১৭.৪)
৬. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	৮,৪৯০	১০,২১১	৮,৬৮৭	১১,৭৩৩	৮,৬৯৬
	(৩.৭)	(৪.৭)	(৩.৩)	(৬.০)	(৪.৫)
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	৬,৩৩৩	৩,৮৫৬	৬,৩৮০	৪,১৯৭	৩,৩৭৬
	(২.৮)	(১.৮)	(২.৪)	(২.১)	(১.৮)
৮. অন্যান্য	৪,৭৮৪	৪,৩৭২	৬,০৭৯	৪,৭৭২	৩,৮০৭
	(২.১)	(২.০)	(২.৩)	(২.৪)	(২.০)
উপ-মোট:	**৫৫,৭০৬**	**৫৪,৬০০**	**৫৯,৯৫৪**	**৫৭,৩৯৫**	**৪৯,৪১৩**
	(২৪.২)	(২৫.৩)	(২২.৬)	(২৯.৪)	(২৫.৭)
(গ) জ্বালানী অবকাঠামো					
৯. বিদ্যুৎ বিভাগ	২০,২৮৪	২১,৬০৬	২৯,১৭৭	২৭,১২১	২৫,২৫৩
	(৮.৮)	(১০.০)	(১১.০)	(১৩.৯)	(১৩.১)
১০. জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ	২,০৮৬	৯৬৯	৯৯৮	১,১৬৩	১,৭২১
	(০.৯)	(০.৪)	(০.৪)	(০.৬)	(০.৯)
উপ-মোট:	**২২,৩৭০**	**২২,৫৭৫**	**৩০,১৭৫**	**২৮,২৮৪**	**২৬,৯৭৪**
	(৯.৭)	(১০.৫)	(১১.৪)	(১৪.৫)	(১৪.০)
(ঘ) যোগাযোগ অবকাঠামো					
১১. রেলপথ মন্ত্রণালয়	৭,৭১৫	১০,২২৮	১৩,৭২৬	১১,০৩৩	১১,৩৭৫
	(৩.৪)	(৪.৭)	(৫.২)	(৫.৭)	(৫.৯)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩
১২. সড়ক পরিবহণ ও মহাসড়ক বিভাগ	৩২,৩৩০	১৮,৬২৪	৩২,০৪২	১৯,৩০৫	২৬,৪০৬
	(১৪.১)	(৮.৬)	(১২.১)	(৯.৯)	(১৩.৭)
১৩. সেতু বিভাগ	৬,০১২	৫,৮৪৯	৭,৩০৯	৭,৪৮৫	৬,৯৪৪
	(২.৬)	(২.৭)	(২.৮)	(৩.৮)	(৩.৬)
১৪.অন্যান্য	১১,৭৮৯	১১,৯৭৭	১৬,০০৫	৯,৬২১	৮,৫৭৮
	(৫.১)	(৫.৫)	(৬.০)	(৪.৯)	(৪.৫)
উপ-মোট:	**৫৭,৮৪৬**	**৪৬,৬৭৮**	**৬৯,০৮২**	**৪৭,৪৪৪**	**৫৩,৩০৩**
	(২৫.২)	(২১.৬)	(২৬.১)	(২৪.৩)	(২৭.৭)
মোট:	**২,০৫,৩৯৫**	**১,৭৫,৭৩৪**	**২,৩৯,২০৯**	**১,৭৯,১০২**	**১,৭৬,২৩৯**
	(৮৯.৩)	(৮১.৪)	(৯০.৩)	(৯১.৭)	(৯১.৭)
১৫. অন্যান্য	২৪,৬০৫	৪০,২৬৬	২৫,৭৯১	১৬,১৩৮	১৬,০৪০
	(১০.৭)	(১৮.৬)	(৯.৭)	(৮.৩)	(৮.৩)
মোট এডিপি:	**২,৩০,০০০**	**২,১৬,০০০**	**২,৬৫,০০০**	**১,৯৫,২৩৪**	**১,৯২,২৭৯**

উৎস: অর্থ বিভাগ; বন্ধনিতে মোট এডিপি বরাদ্দের শতকরা হার দেখানো হয়েছে।

সারণি ক- ৪: সমগ্র বাজেটের খাতভিত্তিক বরাদ্দ

(কোটি টাকায়)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১
(ক) সামাজিক অবকাঠামো	**২০৭৬২৯**	**১৭৮৬৫৯**	**২০৬৫৬৯**	**১৫২০২৬**	**১৪৫৬২২**	**১৪২৫৬৮**	**১২৬৫৬৩**
	২৬.২৮	২৪.০১	২৫.৯২	২৪.৮৭	২৫.৩৬	২৭.৪২	২৭.৯১
মানব সম্পদ							
১. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ	৪৭৫৬৩	৩৯২৩৩	৪৪১০৮	৩২২৭৬	৩০৪৯৬	২৮৯৭০	২৯৬১৫
	৬.০২	৫.২৭	৫.৫৩	৫.২৮	৫.৩১	৫.৫৭	৬.৫৩
২. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়	৩৫৪০৩	৩৫১২৩	৩৮৮১৯	২৬২৩১	২৩৮১৫	২৩৪৪০	২৩২১০
	৪.৪৮	৪.৭২	৪.৮৭	৪.২৯	৪.১৫	৪.৫১	৫.১২
৩. স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ	৩১০২২	২১১১৬	৩০১২৫	১৮৯৪৩	১৭৬৬৪	২০৫৮২	১৭১৮৭
	৩.৯৩	২.৮৪	৩.৭৮	৩.১০	৩.০৮	৩.৯৬	৩.৭৯
৪. অন্যান্য	৭৪৯৫৭	৬৫২১৩	৭৫৮৭৬	৫৮৩০৯	৫৭৭২৩	৫৫৬২২	৪৪৬৬৯
	৯.৪৯	৮.৭৭	৯.৫২	৯.৫৪	১০.০৫	১০.৭০	৯.৮৫

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১
উপ-মোট:	**১৮৮৯৪৫**	**১৬০৬৮৫**	**১৮৮৯২৮**	**১৩৫৭৫৯**	**১২৯৬৯৮**	**১২৮৬১৪**	**১১৪৬৮১**
	২৩.৯২	২১.৬০	২৩.৭০	২২.২০	২২.৫৮	২৪.৭৩	২৫.২৯
খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা							
৫. খাদ্য মন্ত্রণালয়	৮৩২২	৭৮৬২	৬৬৩৮	৬৪১৫	৫০১৪	৫৩১০	৩৮৯৪
	১.০৫	১.০৬	০.৮৩	১.০৫	০.৮৭	১.০২	০.৮৬
৬. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	১০৩৬২	১০১১২	১১০০৩	৯৮৫২	১০৯১০	৮৬৪৪	৭৯৮৮
	১.৩১	১.৩৬	১.৩৮	১.৬১	১.৯০	১.৬৬	১.৭৬
উপ-মোট:	**১৮৬৮৪**	**১৭৯৭৪**	**১৭৬৪১**	**১৬২৬৭**	**১৫৯২৪**	**১৩৯৫৪**	**১১৮৮২**
	২.৩৭	২.৪২	২.২১	২.৬৬	২.৭৭	২.৬৮	২.৬২
(খ) ভৌত অবকাঠামো	**১৯০৩৬০**	**১৭৭৫৬১**	**২১৬১১১**	**১৯২০৮৮**	**১৯০১১১**	**১৬৩৯৪৪**	**১৪১৪৩৬**
	২৪.১০	২৩.৮৭	২৭.১২	৩১.৪২	৩৩.১০	৩১.৫৩	৩১.১৯
কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন							
৭. কৃষি মন্ত্রণালয়	২৭২২৪	২৪৬৯৬	২৭২১৪	৩১৯৭০	৩২৫৩৭	২১৩৩৪	১২৯২৬
	৩.৪৫	৩.৩২	৩.৪১	৫.২৩	৫.৬৭	৪.১০	২.৮৫
৮. পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়	১১২০৪	১২৬৮৪	১১১৯৪	১৪১১৩	১০৮৮৯	৯৪০০	৭৮১৮
	১.৪২	১.৭০	১.৪০	২.৩১	১.৯০	১.৮১	১.৭২
৯. স্থানীয় সরকার বিভাগ	৪২৪৩৩	৪২৩৫৮	৪৫২০৬	৪২০০৩	৩৮৬১৪	৩৪০০০	৩২২১০
	৫.৩৭	৫.৬৯	৫.৬৭	৬.৮৭	৬.৭২	৬.৫৪	৭.১০
১০. অন্যান্য	১০৩০২	৯৬০১	১১৬৬৯	৯৫৫২	৮০৭০	৮১০৯	৮২৮৭
	১.৩০	১.২৯	১.৪৬	১.৫৬	১.৪১	১.৫৬	১.৮৩
উপ-মোট:	**৯১১৬৩**	**৮৯৩৩৯**	**৯৫২৮৩**	**৯৭৬৩৮**	**৯০১১০**	**৭২৮৪৩**	**৬১২৪১**
	১১.৫৪	১২.০১	১১.৯৬	১৫.৯৭	১৫.৬৯	১৪.০১	১৩.৫০
বিদ্যুৎ ও জ্বালানী	**২২৫২০**	**২২৭০৪**	**৩০৩১৭**	**২৮৩৭৬**	**২৭০৬৫**	**২২৭৩৮**	**২২৮৬৫**
	২.৮৫	৩.০৫	৩.৮০	৪.৬৪	৪.৭১	৪.৩৭	৫.০৪
যোগাযোগ অবকাঠামো							
১১. সড়ক বিভাগ	৩৮৪৯৬	২৪০৫৮	৩৮১৪৩	২৪২১৭	৩১১৯২	৩০১৪১	২৬৩৬৯
	৪.৮৭	৩.২৩	৪.৭৯	৩.৯৬	৫.৪৩	৫.৮০	৫.৮১
১২. রেলপথ মন্ত্রণালয়	১১৯৪৪	১৪৫৬৪	১৮০৭২	১৪২৫৬	১৪৬৯৩	১৪৮০০	১১৯৬৭
	১.৫১	১.৯৬	২.২৭	২.৩৩	২.৫৬	২.৮৫	২.৬৪
১৩. সেতু বিভাগ	৬০২২	৫৮৫৪	৭৩১৮	৭৪৮৯	৬৯৪৭	৫৫৭১	৩৯৪৩

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাজেট ২০২৫-২৬	সংশোধিত ২০২৪-২৫	বাজেট ২০২৪-২৫	হিসাব ২০২৩-২৪	হিসাব ২০২২-২৩	হিসাব ২০২১-২২	হিসাব ২০২০-২১
	০.৭৬	০.৭৯	০.৯২	১.২২	১.২১	১.০৭	০.৮৭
১৪. অন্যান্য	১২৭৩৪	১৩৬৬৩	১৬৯৬৫	১০৬১১	৯৮৪১	৮৫১০	৬৬৫৪
	১.৬১	১.৮৪	২.১৩	১.৭৪	১.৭১	১.৬৪	১.৪৭
উপ-মোট:	**৬৯১৯৬**	**৫৮১৩৯**	**৮০৪৯৮**	**৫৬৫৭৩**	**৬২৬৭৩**	**৫৯০২২**	**৪৮৯৩৩**
	৮.৭৬	৭.৮১	১০.১০	৯.২৫	১০.৯১	১১.৩৫	১০.৭৯
১৫. অন্যান্য সেক্টর	৭৪৮১	৭৩৭৯	১০০১৩	৯৫০১	১০২৬৩	৯৩৪১	৮৩৯৭
	০.৯৫	০.৯৯	১.২৬	১.৫৫	১.৭৯	১.৮০	১.৮৫
(গ) সাধারণ সেবা	১৭৮৫১৭	১৫৮৮২৫	১৬৮৭০১	১০৭০১০	৯৩৫৩৮	১০৩৫৮৪	৮৭০২১
	২২.৬০	২১.৩৫	২১.১৭	১৭.৫০	১৬.২৯	১৯.৯২	১৯.১৯
জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা	**৩৩৫৪২**	**৩১৭২২**	**৩৩৫২০**	**২৮৬৯৮**	**২৫৭৯২**	**২৬২৭১**	**২৪৪১৬**
	৪.২৫	৪.২৬	৪.২১	৪.৬৯	৪.৪৯	৫.০৫	৫.৩৮
১৬. অন্যান্য	১৪৪৯৭৫	১২৭১০৩	১৩৫১৮১	৭৮৩১২	৬৭৭৪৬	৭৭৩১৩	৬২৬০৫
	১৮.৩৫	১৭.০৮	১৬.৯৬	১২.৮১	১১.৮০	১৪.৮৭	১৩.৮০
মোট:	**৫৭৬,৫০৬**	**৫১৫,০৪৫**	**৫৯১,৩৮১**	**৪৫১,১২৪**	**৪২৯,২৭১**	**৪১০,০৯৬**	**৩৫৫,০২০**
	৭৩.০	৬৯.২	৭৪.২	৭৩.৮	৭৪.৭	৭৮.৯	৭৮.৩
(ঘ) সুদ পরিশোধ	**১২২০০০**	**১২১৫০০**	**১১৩৫০০**	**১১৪৫৯০**	**৯২১১০**	**৭৭৮২৩**	**৭১৫৩৬**
	১৫.৪৪	১৬.৩৩	১৪.২৪	১৮.৭৪	১৬.০৪	১৪.৯৬	১৫.৭৭
(ঙ) পিপিই, ভর্তুকি ও দায়	**৮২৪২০**	**১০১০৫৬**	**৮৩৫৪৩**	**৫৫৫৫২**	**৫৪০৯১**	**৩৪৭৮৬**	**৩০৫০১**
	১০.৪৩	১৩.৫৮	১০.৪৮	৯.০৯	৯.৪২	৬.৬৯	৬.৭৩
(চ) নিট ঋণ দান ও অন্যান্য দায়	**৯০৭৪**	**৬৩৯৯**	**৮৫৭৬**	**-৯৮৬৯**	**-১১৬৫**	**-২৬৭০**	**-৩৫২৯**
	১.১৫	০.৮৬	১.০৮	-১.৬১	-০.২০	-০.৫১	-০.৭৮
মোট বাজেটঃ	**৭৯০০০০**	**৭৪৪০০০**	**৭৯৭০০০**	**৬১১৩৯৭**	**৫৭৪৩০৭**	**৫২০০৩৫**	**৪৫৩৫২৮**

উৎস: অর্থ বিভাগ

পরিশিষ্ট খ

সারণি খ- ১: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের করমুক্ত আয়ের সীমা

করদাতার ধরন	২০২৫-২০২৬ করবর্ষ	২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ করবর্ষ
সাধারণ করদাতা	৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা	৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা
মহিলা ও ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা	৪ লক্ষ টাকা	৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ টাকা
গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতা	৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
গেজেটভুক্ত জুলাই গণঅভ্যুত্থান ২০২৪-এ আহত “জুলাই যোদ্ধা” করদাতা	-	৫ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা
তৃতীয় লিঙ্গ করদাতা	৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা	৫ লক্ষ টাকা
• কোন প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে এরূপ প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত সীমা ৫০,০০০/- টাকা বেশী হবে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এই সুবিধা প্রাপ্য হবেন।		

সারণি খ- ২: স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের জন্য করধাপ ও করহার

২০২৫-২০২৬ করবর্ষ		**২০২৬-২০২৭ ও ২০২৭-২০২৮ করবর্ষ**	
করধাপ	**করহার**	**করধাপ**	**করহার**
৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য	৩,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা	৫%	পরবর্তী ৩,০০,০০০ টাকা	১০%
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা	১০%	পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা	১৫%
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা	১৫%	পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা	২০%

পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা	২০%	পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা	২৫%
পরবর্তী ২০,০০,০০০ টাকা	২৫%	অবশিষ্ট টাকার ওপর	৩০%
অবশিষ্ট টাকার ওপর	৩০%	-	-

সারণি খ- ৩: কোম্পানি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ ও ট্রাস্ট শ্রেণির করদাতার ২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষের করহার

বিবরণ	২০২৫-২৬ করবর্ষ		২০২৬-২৭ ও ২০২৭-২৮ করবর্ষ
	কর হার	**শর্ত পরিপালন সাপেক্ষে কর রেয়াত পরবর্তী করহার**	**কর হার**
পাবলিকলি ট্রেডেড কোম্পানি যাদের পরিশোধিত মূলধনের ১০ শতাংশের অধিক শেয়ার IPO (Initial Public Offering) এর মাধ্যমে হস্তান্তরিত হয়েছে	২২.৫%	২০% শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫,০০,০০০ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে	২২.৫% তবে শর্ত থাকে যে, বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পন্ন করলে উপরিউক্ত করহার ২০% হবে;

		সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।	
আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৩১) এ সংজ্ঞায়িত অন্যান্য কোম্পানি	২৭.৫%	২৫% শর্ত: বিবেচ্য আয়বর্ষে সকল প্রকার আয় ও প্রাপ্তি এবং প্রত্যেক একক লেনদেনে ৫,০০,০০০ টাকার অধিক ও বার্ষিক সর্বমোট ৩৬,০০,০০০ টাকার উর্ধ্বে সকল প্রকার ব্যয় ও বিনিয়োগ ব্যাংক ট্রান্সফারের মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে।	২৭.৫%
পাবলিকলি ট্রেডেড ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি	৩৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	৩৭.৫%

পাবলিকলি ট্রেডেড নয় এরূপ ব্যাংক, বীমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি	৪০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	৪০%
সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী কোম্পানি	৪৫% (+) সারচার্জ ২.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	৪৫% (+) সারচার্জ ২.৫%
মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি	৪৫% তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%; আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর		৪৫% তবে শর্ত থাকে যে, মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানি যদি উহার পরিশোধিত মূলধনের ১০% শেয়ার, যাহার মধ্যে Pre-Initial Public Offering Placement ৫% এর অধিক থাকিতে পারিবে না, স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে হস্তান্তর করতঃ Publicly Traded Company তে রূপান্তরিত হয় সেই ক্ষেত্রে করের হার হইবে ৪০%; আরও শর্ত থাকে যে, যদি এইরূপ কোম্পানি উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২০% শেয়ার Initial Public Offering এর মাধ্যমে হস্তান্তর করে, তাহা হইলে

	১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;		এইরূপ কোম্পানি উক্ত হস্তান্তর সংশ্লিষ্ট বৎসরে প্রযোজ্য আয়করের উপর ১০% হারে আয়কর রেয়াত লাভ করিবে;
কোম্পানি, ফার্ম এবং ব্যক্তিসংঘ নয়, বাংলাদেশে অনিবাসী (অনিবাসী বাংলাদেশি ব্যতীত) এরূপ অন্যান্য সকল করদাতা	৩০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	৩০%
কোম্পানি নয়, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারী করদাতার উক্ত ব্যবসা হতে অর্জিত আয়	৪৫% (+) সারচার্জ ২.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	৪৫% (+) সারচার্জ ২.৫ %
ট্রাস্ট এবং ব্যক্তিসংঘ	২৭.৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	২৭.৫%
ফার্ম	স্বাভাবিক ব্যক্তির অনুরূপ কর হার		২৭.৫%
সমবায় সমিতি	২০%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	২০%
বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, বেসরকারি ডেন্টাল কলেজ, বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা কেবলমাত্র তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে শিক্ষাদানে নিয়োজিত বেসরকারি কলেজ	১৫%	রেয়াত প্রযোজ্য নয়	১৫%

পরিশিষ্ট- গ

সারণি গ- ১: LDC গ্রাজুয়েশনের প্রস্তুতির পদক্ষেপ হিসেবে ট্যারিফ ও ন্যূনতম মূল্য যৌক্তিকীকরণ

যে সকল পণ্যের ট্যারিফ মূল্য প্রত্যাহার করা হয়েছে

HS Code	Description of Goods
(1)	(2)
2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude
2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C type
2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirits
2710.12.20	Spirit type jet fuel
2710.12.31	White spirit
2710.12.32	Naphtha
2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels
2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels
2710.12.43	Other kerosene type jet fuels
2710.12.49	Other kerosene
2710.12.61	Light diesel oils
2710.12.62	High speed diesel oils

যে সকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য প্রত্যাহার করা হয়েছে:

Heading	HS Code	Description of Goods
(1)	(2)	(3)
02.01	All HS Code	Meat of Bovine animals, fresh or chilled.
02.02		Meat of Bovine animals, frozen.
02.06		Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen.
20.08	All HS Code	Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included.
27.10	2710.19.21	Base oil imported in bulk by VAT registered petroleum products processing or blending industries

Heading	HS Code	Description of Goods
(1)	**(2)**	**(3)**
	2710.19.31	Lubricating oils that is oil such as is not ordinarily used for any other purpose than lubrication, excluding, any mineral oil which has its flashing point below 220°F by Abel's close test
	2710.19.39	Other lubricating oil
	2710.19.91	Mineral oil which has its flashing point at or above 200°F and is ordinarily used for the batching at jute or other fibre, imported only by VAT registered manufacturing industries
34.03	3403.99.20	Semi-synthetic lubricating oil
	3403.99.30	Synthetic lubricating oil
72.06	All HS Code	Iron and non-alloy steel in ingots or other primary forms (excluding iron of heading 72.03)
72.07	All HS Code	semi-finished products of iron and non-alloy steel
72.13	All HS Code	Bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel.
72.14	All HS Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel, not further worked than forged, hot-rolled, hot-drawn or hot-extruded, but including those twisted after rolling
72.15	All HS Code	Other bars and rods of iron or non-alloy steel.
72.18	All HS Code	Stainless steel in ingots or other primary forms; semi-finished products of stainless steel

যে সকল পণ্যের ন্যূনতম মূল্য বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
18.06		Chocolate and other food preparations containing cocoa:			

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Other, in blocks, slabs or bars:			
	1806.31.00	Filled	kg	4.00	10.00
	1806.32.00	Not Filled	kg	4.00	10.00
	1806.90.00	Other	kg	4.00	10.00
33.04	3304.10.00	Lip make up preparation:			
		Lipstick	kg	20.00	40.00
		Lip liner, Lip gloss, Lip gel and like products	kg		20.00
	3304.20.00	Eye make-up preparation (eye shadow, eye liner, eye brow pencil, mascara & like products)	kg	7.00	10.00
	3304.30.00	Manicure or pedicure preparations	kg	5.00	10.00
	3304.91.00	Powders, whether or not compressed	kg	5.00	10.00
		Other Cosmatics:			
	3304.99.10	Face and/or skin cream	kg	8.00	20.00
	3304.99.20	Moisture lotion	kg	8.00	10.00
	3304.99.90	Make-up kit, foundation & like products	kg	6.00	12.00
		Mehendi Cone Facewash	kg kg		2.00 10.00
34.01	3401.19.00 3401.20.00 3401.30.00	Facewash	kg	6.50	10.00

Heading	HS Code	Description of Goods	Unit	Existing Minimum Value USD/Unit	Proposed Minimum Value USD/Unit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
83.01	All HS Code (excluding 8301.10.00, 8301.30.00 & door locks of HS Code 8301.40.90)	Locks for motor vehicles, other locks clasps and frames with clasps, incorporating locks and parts, key presented separately	kg	2.50	3.00
	8301.10.00	Padlocks	kg	2.50	3.00
	8301.30.00	Locks for furniture	kg	3.00	3.50
	8301.40.90	Door locks	kg	4.00	5.00
85.16	8516.60.00	Other ovens; cookers (except rice cooker), cooking plates, boiling rings, grillers and roasters	u	6.00	12.00
95.03	9503.00.90	Other toys (inflatable toys, toy balloon, toy laser light, glass marble, toy mask, puffer toy etc.)		3.50	4.00

সারণি গ- ২: নিত্যপ্রয়োজনীয় ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের শুল্ক-কর হ্রাস

পেট্রোলিয়াম পণ্য এর শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ:

HS Code	Description of Goods	Existing CD Rate	Proposed CD Rate
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
2709.00.00	Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude	5%	1%
2710.12.11	Motor spirit of H.B.O.C type	10%	3%
2710.12.19	Other motor spirits, including aviation spirits	10%	3%
2710.12.20	Spirit type jet fuel	10%	3%
2710.12.31	White spirit	10%	3%
2710.12.32	Naphtha	10%	3%
2710.12.41	J.P.1 kerosene type jet fuels	10%	3%
2710.12.42	J.P.4 kerosene type jet fuels	10%	3%
2710.12.43	Other kerosene type jet fuels	10%	3%
2710.12.49	Other kerosene	10%	3%
2710.12.61	Light diesel oils	10%	3%
2710.12.62	High speed diesel oils	10%	3%

পরিশোধিত চিনির আমদানি শুল্ক হ্রাস:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate	Proposed Rate
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1701.99.00	Refined Sugar	4500/- per MT	4000/- per MT

সারণি গ- ৩: শিল্প খাতে সহায়তা এবং ন্যায়সঙ্গত প্রতিরক্ষণার্থে শুল্কহার যৌক্তিকীকরণ

যে সকল পণ্যের আমদানি শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2507.00.90	Kaolin clay	15	10
2.	6813.81.00	Brake linings and pads	10	15
3.	4801.00.00	Newsprint paper	5	3
4.	3208.90.90	Sandpaper coating material	25	15
5.	3909.40.90	Phenolic Resin	10	5
6.	2833.29.20	Chromium Sulphate	5%	1%
7.	3201..20.0	Wattle Extract	5%	1%
8.	3201.90.00	Tanning extracts of vegetable origin	5%	1%
9.	3202.10.00	Synthetic Organic Tanning Substances]	5%	1%
10.	3202.90.00	Acid Dyes and Preparation	5%	1%
11.	3403.91.00	Lub Preparations for Nes Treatment of Tex, Leather	5%	1%
12.	3824.89.00	Chlorinated paraffin wax	10	15
13.	8507.20.10	Sealed Maintenance Free (SMF)	15	25
14.	5503.20.00	Polyster Staple Fibre	0	1
15.	8507.90.10	Separator	10	25
16.	8431.31.00	Parts of lift	1	15
17.	8539.90.10 8539.90.20 8539.90.30 8539.90.90	Parts of LED light	10	25

যে সকল পণ্যের সম্পূরক শুল্ক হ্রাস/বৃদ্ধি করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	2517.10.90	Limestone	10	0
2.	6808.00.00	Panels, boards, tiles, blocks and similar articles of vegetable fibre, of straw or of shavings, chips, particles, sawdust or other waste, of wood, agglomerated with cement, plaster or other mineral binders.	10	20
3.	6809.11.00	Faced or reinforced with paper or paperboard only	10	20

সারণি গ- ৪: ঔষধ শিল্পের কাঁচামাল আমদানিতে বিদ্যমান শুল্ককর অব্যাহতি সুবিধা সম্প্রসারণ

ক্যান্সার প্রতিরোধক ঔষধ প্রস্তুতে ব্যবহৃত কাঁচামাল আমদানি সংক্রান্ত এসআরও তে নিম্নোক্ত উপকরণসমূহ সংযোজন করা হয়েছে:

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2934.99.90	Fostamatinib
2	2934.99.90	Deucravacitinib
3	2934.99.90	Peficitinib hydrobromide
4	2934.99.90	Povorcitinib
5	2934.99.90	Ivarmacitinib
6	2934.99.90	Rilzabrutinib
7	2934.99.90	Momelotinib
8	2936.90.00	Levoleucovorin
9	2933.99.00	Ganciclovir
10	2937.90.00	Tezepelumab
11	2937.90.00	Faricimab

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
12	2937.90.00	Lecanemab
13	2937.90.00	Ustekinumab
14	2937.90.00	Ligelizumab
15	2937.90.00	Anifrolumab
16	2937.90.00	Dostarlimab
17	2937.90.00	Brolucizumab
18	2937.90.00	Nirsevimab
19	2937.90.00	Bimekizumab
20	2937.90.00	Aducanumab
21	2937.90.00	Astegolimab
22	2937.90.00	Lebrikizumab
23	2937.90.00	Donanemab

ঔষধের কাঁচামাল উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানি সংক্রান্ত এসআরও তে নিম্নোক্ত উপকরণসমূহ সংযোজন করা হয়েছে:

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2827.60. 00	Potassium Iodide
2	2827.39.00	Ferric chloride Hexahydrate
3	2836.99.90	Cesium carbonate
4	2904.99.00	p-Toluene sulphonyl chloride
5	2909.19.00	Diisopropyl ether
6	2914.69.00	2-Chloro-1,4-naphthoquinone
7	2914.79.00	(1R)-(-)-10-camphorsulfonic acid
8	2915.21.00	Glacial Acetic Acid
9	2917.39.10	Isopthalic Acid
10	2918.14.00	Citric acid monohydrate
11	2918.29.00	Trans-4-(4-Chlorophenyl) cyclohexane carboxylic acid (ATQ KSM-1)
12	2921.30.00	DICYCLOHEXYLAMINE
13	2922.49.00	5-Amino-2,4,6-triiodoisophthalic acid
14	2930.90.90	Mercaptomethyl acetic acid
15	2932.99.00	4-Chloromethyl-5-methyl-1,3-dioxol-2-one (OLS-2)
16	2933.29.00	4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)-2-Propyl-1H-Imiidazole 5-Carboxylic acid ethyl ester (OLS-1)

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
17	2933.99.00	N-(triphenylmethyl)-5-(4-bromom ethylbiphenyl-2-yl)tetrazole (OLS-3)
18	2933.31.00	[5-Bromo-3-[(1R)-(2,6-dichloro-3-fluorophenyl) ethoxy]pyridin-2-yl]amine (CTB KSM-1)
19	2933.39.00	Methyl quinazoline
20	2933.39.90	(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
21	2933.39.90	(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
22	2933.49.00	Montelukast alcohol
23	2933.59.90	3-(4-Phenoxyphenyl)-1H-pyrazolo[3,4- d)pyrimidin-4-amine
24	2933.59.90	Bromo-Xanthine
25	2933.59.90	N-(5-Amino-2-methylphenyl)-4-(3-pyridyl)-2-pyrimidineamine (IMT-4)
26	2933.59.90	N1-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-methoxy-N1-methyl-N4-[4-(1-methyl-1H-indole-3-yl)-2-pyrimidinyl]-1,2,4-benzenetriamine (OBA)
27	2933.99.00	1-Pyrrolidinecarboxylic acid BEPE (UP-2)
28	2933.99.00	N-[5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]PPDE (UP-1)
29	2933.99.00	Osimertinib nitro Intermediate
30	2933.99.00	RMT-2
31	2933.99.00	TFT-1
32	2934.99.90	Sacubitril Calcium
33	2934.99.90	tert-Butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazol-1-yl]piperidine-1-carboxylate (CTB KSM-2)
34	2935.90.00	6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]vinyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-Tert-Butyl acetate (RT)
35	2942.00.90	(2S)-1-(Chloroacetyl)-2-pyrrolidinecarbonitrile (EMP)
36	3802.10.00	ACTIVATED CARBON

সারণি গ- ৫: কৃষি খাত

Combined harvester তৈরির বিদ্যমান প্রজ্ঞাপনে নিম্নোক্ত যন্ত্রাংশ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে:

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	4010.39.90	Rubber Track for combine harvester
2	8483.10.00	Hydrostatic Transmission for combine harvester

Fruit Bag এর আমদানিতে শুল্ক হ্রাস:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
1.	4819.40.00	Fruit Bag	25	5

কীটনাশক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাসের নিমিত্ত নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ প্রজ্ঞাপনভুক্ত করা হয়েছে:

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	2904.10.90	Sodium p-methoxy fatty Amidobenzene Sulfonate (LS)
2	3804.00.00	Sodium Lignosulphonate

সারণি গ- ৬: পরিবহন খাত

স্থানীয় টায়ার টিউব উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্ত নিম্নোক্ত উপাদানসমূহ প্রজ্ঞাপনভুক্ত করা হয়েছে:

SL No.	H.S. Code	Description
(1)	(2)	(3)
1	7312.10.00	Steel cord
2	7326.20.10	Bead Wire
	7326.20.90	

কার্যকর পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য নিম্নোক্ত যানবাহনের আমদানিতে শুল্ক হ্রাস করা হয়েছে:

Sl. No.	H.S. Code	Description	Existing Rate (%)	Proposed Rate (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	8702.90.40	Vehicle having seating capacity exceeding 10 but not exceeding 15	SD-20	SD-10
2.	8702.10.30, 8702.20.30, 8702.30.30, 8702.90.21	Vehicle having seating capacity exceeding 15 but not exceeding 40	CD-10	CD-5